বিশেষ সংখ্যা
ঈদ-উল আয্হা
বিশ্ব বাবা দিবস

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ ❖ ১৬ - ২২ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ঈদ মোবারক

কুরবানীর ইতিহাস ও তাৎপর্য

কুরবানের পূর্ণতা খ্রিস্টের পূর্ণাহুতিতে: একটি বাইবেলীয় পর্যবেক্ষণ

❖ বাবা আমি তোমাকে ভালোবাসি

❖ বাবা: একটি অস্তিত্বের নাম

প্রয়াণের ত্রয়োদশ বর্ষ

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'

সিস্টার মেরিয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রাণ প্রিয় দিদি,

যতই দিন যায় তোমায় নিয়ে যত স্মৃতি ততই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে মনের গহীনে। সবাইকে নিয়ে ভেবেছ, দিক-নির্দেশনা দিয়েছ বিচক্ষণ ভাবে। বিশ্বাস করি স্বর্গ থেকে আগের মতই আমাদের পরিচালিত করছ। তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদেরই মাঝে কালে কালান্তরে, স্বর্গধামে সুখে থেকো দিদি।

তোমারই স্নেহধন্য

ড. লরেন্স গমেজ, সুজান গমেজ
এবং
পরিবারবর্গ

প্রামানিক বাড়ি, পাদ্রিকান্দা।

বিজ্ঞ/১৩৮/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২২
১৬ জুন - ২২ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০২ আষাঢ় - ০৮ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নিঃশব্দ আত্মদানেই বাবার ভালোবাসার প্রগাঢ় প্রকাশ

এ বছর আমাদের দেশে প্রায় একই সময়ে পালিত হতে যাচ্ছে পবিত্র ঈদুল আযহা ও বাবা দিবস। প্রথমটি ধর্মীয় দ্বিতীয়টি সর্বজনীন। ঈদুল আযহা মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের একটি হলেও সকলেই ঈদের আনন্দে শরীক হতে চায়। দৃশ্যমান কিছু আনন্দ উৎসবে কিছু মানুষ একত্রিত হলেও সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে যেন আন্তরিকতার ভাটা পড়েছে। গ্রাম থেকে শহরে কোথাও আগের মতো ধর্মীয় উৎসবগুলোতে আনন্দের নির্মলতা পরীলক্ষিত হয় না। যদিও ধর্ম যার যার উৎসব সবার এ মূল্যবোধে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন খুব সহজে অন্যধর্মের মানুষ ধর্মীয় উৎসবে মুসলিম ভাইবোনদের বাড়িতে যায় না। কেননা হয়তো তারা আমন্ত্রণও পায় না। উৎসবে শরীক হতে না পারলেও সকলেই ঈদুল আযহার শিক্ষা নিজ জীবনে নিতে ও চর্চা করতে পারেন। ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও আত্মদানের মাহাত্ম্যই ঈদুল আযহায় প্রাধান্য পায়। পিতা আব্রাহাম তাঁর সন্তানকে কুরবানী দিতে গিয়ে যে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন; আমাদের নিজেদের জীবনের হিংসা, অহংকার, রেষারেষি, মতবিরোধ, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা প্রভৃতি পশুসম অপবোধগুলো কুরবানী দিয়েও আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারি। পিতা আব্রাহামের মতো আমাদের প্রত্যেকের পিতাই তো আমাদের বুঝতে না দিয়ে প্রতিনিয়ত আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

বাবাদের জীবন ও সেবাকাজের স্বীকৃতি দিয়ে প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বে বাবা দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছর বাবা দিবস উদযাপিত হবে ১৬ জুন। ঈদুল আযহার আনন্দের একটি বাড়তি অনুষঙ্গ যোগ হবে বাবা দিবস পালন। আনন্দ ও আন্তরিকতায় তা পালনের ব্যত্যয় ঘটবে তা মনে হয় না। পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সবসময়ই পবিত্র কাজ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও পিতামাতার প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা দেখানো ও তাদের যত্ন দানের কথা বলে থাকে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়, পিতামাতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। কারণ তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য স্বর্গ লাভের উপায়। পবিত্র বাইবেলের বেনসিরাখ গ্রন্থে ২:৮ পদে বলা হয়েছে, তোমার কথায়-কাজে তোমার পিতাকে সম্মান কর, যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে। আসলে বাবা মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো স্বয়ং স্রষ্টারই ইচ্ছা, তাঁরই আদেশ এবং সর্বজাতির জন্য সর্বমঙ্গলময় একটি নির্দেশনা। খ্রিস্টধর্মে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাবা বলে ডেকে বাবাদের স্থানটিকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। ঈশ্বর যিনি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তিনি প্রেমে ভরপুর। তিনি এই জগতে তাঁর সকল সন্তানদের ভালোবাসেন ও যত্ন নেন। পিতাদের আদর্শ স্বর্গস্থ পিতা জগতের পিতাদের আহ্বান করেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ও যত্নদানে নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত করতে।

সন্তানের জন্য বাবার ভালোবাসা সীমাহীন। বাবা দিবস ভালোবাসাময় বাবার প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। সন্তানের জন্মদান থেকে শুরু করে তাকে মানুষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ-তিতীক্ষা, শাসন এবং নিজের স্বাধীনতাটুকু বিসর্জন দেন বাবা। পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যেন নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে জীবন-যাপন করতে পারেন, তারজন্য একজন বাবা আর্থিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সন্তান ও পরিবারের নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। বাবা যেন নিরাপত্তার এক বিশাল বটবৃক্ষ। বাবা হলেন সন্তানের জনক, ধারক ও বাহক সর্বোপরি পরিচালক। তার উদার মনোভাব, প্রেমময় অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহশীল আদর-যত্নে একটি পরিবারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। যে বাবা সন্তান ও পরিবারের বিপদ ও দুর্দিনে পাশে থাকে না সে বাবা জন্মদাতা হলেও পিতা হয়ে উঠতে পারেন না। পরিবারের মধ্যে একজন পিতা সর্বোত্তম প্রচেষ্টা, ঐকান্তিকতা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি সহযোগীতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা প্রতিনিয়তই সংসারকে সুন্দর ও সুখী রাখার চেষ্টা করে।

বাবা যেমন সর্বাবস্থায় পরিবার ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন ঠিক তেমনি বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান করা প্রতিটি সন্তানের পবিত্র দায়িত্ব। বর্তমানে অনেক পরিবারেই, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। বৃদ্ধ বাবাকে বোঝা মনে করে যেনতেন আচরণ করা হচ্ছে। কখনো কখনো বাবা-মাকে ব্যক্তি থেকে বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। আজকের প্রতিষ্ঠিত সন্তানেরা ভুলে যায়, বাবার আজকের এই শক্তিহীন বাহুই তাকে একসময় শত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং বৃদ্ধি পাবার সকল কিছুর যোগান দিয়েছে। বৃদ্ধ বাবা-মার প্রতি সেবা-যত্ন, দেখা-শুনা ও পাশে থাকার মধ্যদিয়ে সন্তানেরা বাবা-মার প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখাতে পারে। বাবা দিবসে সকল বাবার কাছে প্রত্যাশা তারা যেন সন্তানের নির্ভরতা ও নিশ্চয়তার স্তম্ভ হয়ে ওঠেন।

পবিত্র ঈদুল আযহা সবার জীবনে শান্তি নিয়ে আসুক। সকল বাবার প্রতি রইল প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। †

তিনি আরও বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম: ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে; রাতে বা দিনে, সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে – কীভাবে, তা সে জানে না। (মার্ক ৪: ২৬-২৭)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

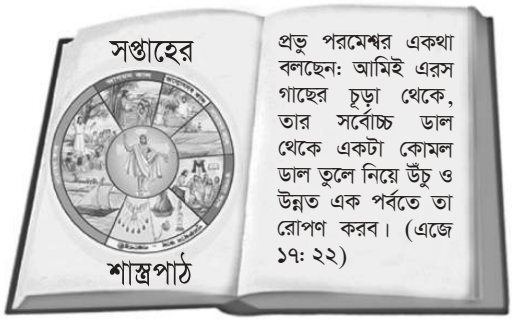

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ জুন - ২২ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৬ জুন, রবিবার
এজে ১৭: ২২-২৪, সাম ৯২: ১-২, ১২-১৫, ২ করি ৫: ৬-১০, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

১৭ জুন, সোমবার
১ রাজা ২১: ১-১৬, সাম ৫: ১-২, ৪-৬, মথি ৫:৩৮-৪২

১৮ জুন, মঙ্গলবার
১ রাজা ২১: ১৭-২৯, সাম ৫১: ১-৪, ৯, ১৪, মথি ৫: ৪৩-৪৮

১৯ জুন, বুধবার
সাধু রোমুল্ড, মঠাধ্যক্ষ
২ রাজা ২: ১, ৬-১৪, সাম ৩১: ১৯-২০, ২৩, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

২০ জুন, বৃহস্পতিবার
সিরা ৪৮: ১-১৫, সাম ৯৭: ১-৭, মথি ৬: ৭-১৫

২১ জুন, শুক্রবার
সাধু আলইসিউস গঞ্জাগা, সন্ন্যাসব্রতী, *স্মরণদিবস*
২ রাজা ১১: ১-৪, ৯-১৮, ২০, সাম ১৩২: ১১-১৪, ১৭-১৮, মথি ৬: ১৯-২৩

২২ জুন, শনিবার
নোলার সাধু পলিনুস, বিশপ
সাধু জন ফিশার, বিশপ, ও **সাধু টমাস ম্যুর**, সাক্ষ্যমরণ
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
২ বংশ ২৪: ১৭-২৫, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৮-৩৩, মথি ৬: ২৪-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ জুন, রবিবার
+ ১৯৯৭ ফা. বেনোয়া ব্রুনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ জুন, সোমবার
+ ১৯৯৯ ফা. হেনরী পল, সিএসসি
+ ২০০১ সি. ইমেল্ডা কস্তা, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৮ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৬২ ফা. পিয়োত্রো ক্রিভেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সি. সিলভিও ক্লেমেন্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫১ সি. এম. মুনচিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সি. এম. রেজিনা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রা. ফ্লাবিয়ান লাপ্লান্তে, সিএসসি

২০ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৬৭ ফা. আঞ্জেলো দেল কর্ণো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফা. লুইজি পিনোস, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফা. শ্যামল এল. রেগো (ঢাকা)

২১ জুন, শনিবার
+ ১৯৬৭ ফা. খ্রীষ্টফার ব্রুক্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফা. ক্ল্যারেন্স লী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সি. মেরী ক্ল্যার, এসএমআরএ (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

ধারা - ৪

মানবিক ক্রিয়ার নৈতিকতা

১৭৪৯ স্বাধীনতা মানুষকে ক'রে তোলে নৈতিক ব্যক্তি। একথা বলা যায় যে, যখন সে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন সে হয়ে ওঠে তার ক্রিয়াসমূহের জনক। মানবিক ক্রিয়াসমূহকে, অর্থাৎ, বিবেকের বিবেচনার মাধ্যমে বেছে নেওয়া ক্রিয়াসমূহকে নৈতিকতার মানে মূল্যায়ন করা যায়। ক্রিয়াসমূহ হয় ভাল, না হয় মন্দ।

॥ ক ॥ নৈতিকতার উৎসসমূহ

১৭৫০ মানবিক ক্রিয়ার নৈতিকতা নির্ভর করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর :

মনোনীত (ক্রিয়ার) লক্ষ্য

লক্ষিত উদ্দেশ্য বা (ব্যক্তির) উদ্দেশ্য

ক্রিয়ার পারিপার্শ্বিক-অবস্থা

ক্রিয়ার লক্ষ্য, ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানব-ক্রিয়ার নৈতিকতার "উৎস" বা সত্তাগত উপাদান।

১৭৫১ মনোনীত ক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে একটি মঙ্গল যার উদ্দেশে ইচ্ছাশক্তি সুচিন্তিতভাবে নিজেকে চালিত করে। এটা মানবিক ক্রিয়ার বস্তুগত উপাদান। ক্রিয়ার মনোনীত লক্ষ্য, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াকে নৈতিকতা দান করে, আর তা করে ততটুকু, যতটুকু বুদ্ধিশক্তি জানতে ও বিচার করতে পারে যে, সত্যিকারে মঙ্গলের সঙ্গে ক্রিয়ার কোন মিল আছে কি-না। নৈতিকতার বস্তুনিষ্ঠ নীতিসমূহ বিবেক দ্বারা সত্যায়িত হয়ে, ভাল ও মন্দের যুক্তিযুক্ত শ্রেণীবিন্যাস প্রকাশ করে ।

১৭৫২ ক্রিয়ার লক্ষ্যের বিপরীতে আছে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, যা ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করে । যেহেতু ব্যক্তির উদ্দেশ্য ক্রিয়ার স্বাধীনতার উৎসে অবস্থান করে এবং ক্রিয়ার লক্ষ্য দ্বারা তা নির্ধারিত হয়, ব্যক্তির উদ্দেশ্য ক্রিয়ার নৈতিকতা যাচাইয়ের জন্য অপরিহার্য। ব্যক্তির উদ্দেশের প্রথম লক্ষ্য হল ক্রিয়ার লক্ষ্য এবং ব্যক্তির উদ্দেশ্য ক্রিয়ার দ্বারা অনুসৃত লক্ষ্যকে প্রকাশ করে । ব্যক্তির উদ্দেশ্য ইচ্ছাশক্তিরই একটা গতি যা ক্রিয়ার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত: ক্রিয়ার লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তির উদ্দিষ্ট বিষয় । গৃহীত ক্রিয়াপ্রসূত মঙ্গলই ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ব থেকে বাসনা করে । নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে পরিচালনা দেওয়ার মধ্যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যের কাজ সীমিত নয়, বরং বিভিন্ন ক্রিয়াকে এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে; ব্যক্তির গোটা জীবন তার পরমলক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোন সেবাকাজ প্রতিবেশীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে এবং একই সময়ে তা আবার আমাদের সকল কাজের সর্বশেষ পরমলক্ষ্য ঈশ্বরের ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও করা যেতে পারে। এক ও অভিন্ন ক্রিয়া ব্যক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে, যেমন কোন সেবাকাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে কোন অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অথবা নিজেকে নিয়ে গর্ব করার উদ্দেশ্যে।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (২৩ - ২৯ জুন) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা-বাণী:

ত্যাগ ও সহভাগিতা

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

পিতৃপুরুষ আব্রাহামের বলিদান স্মরণে পশু বলিদান করে প্রতি বছরই আপনারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করে থাকেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন আপনাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা।

নিজ পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা ছিল আব্রাহামের একটি বড় ত্যাগ। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দেখি পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে তাঁর আপন সন্তান ইসাহাককে বলিদান করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ঘটনা ছিল নতুন নিয়মে বর্ণিত যিশু খ্রিস্টেরই আত্মবলিদানের পূর্বচ্ছবি।

পবিত্র ঈদুল আযহার মূল অনুচিন্তনই হল বলিদান, যার মধ্যে রয়েছে ত্যাগ বা ছাড় দেওয়া; নিজের অতি প্রিয় জিনিসটিকে ত্যাগ করা, ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা। পবিত্র ঈদুল আযহার সময় আব্রাহামের বলিদান স্মরণে আপনারা পশু বলিদান করে থাকেন। এখানে মূখ্য বিষয়টিই হল ত্যাগ। নিজের অতি প্রিয় জিনিসটি নিজের কাছে না রেখে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন করা এবং একই সাথে বলিকৃত মাংস অন্যের সাথে, বিশেষভাবে দশমাংশ (যাকাত) দরিদ্রদের বা মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করা। তাই এখানে শুধু ত্যাগ বা ছাড় দেওয়াই নয়, এখানে রয়েছে সহভাগিতা।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কাছে এই বলিদান তথা ত্যাগ অত্যন্ত ফলদায়ক। সুন্দর মন নিয়ে আপন আপন সাধ্য অনুসারে যা-ই বলিদান বা কুরবান করা হোক না কেন, ঈশ্বর সেই ভক্তের বলিদান গ্রহণ ক'রে তার ও তার পরিবারে উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেনই।

আসুন আমরা এই ঈদুল আযহার সময়টিতে কুরবান বা বলিদান সম্পর্কে সচেতন হই এই ভেবে যে, শুধু পশু বলিদানের মধ্য দিয়েই নয়, দরিদ্রদের, পাড়া প্রতিবেশীদের অর্থায়ন দ্বারা, সম্পদ দ্বারা, নিজেরা ত্যাগ করে তাদের কল্যাণে কুরবানি দিতে পারি যা আল্লাহতালা উপর থেকে দেখতে পান। এমন কুরবানী তো আমরা সারা বছরই বাস্তবায়ন করতে পারি।

উপরন্তু, ঈশ্বর চান শুধু পশু বলিদান নয়, মানুষ যেন তার নিজের মধ্যে পশুসম হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, ঝগড়া-বিবাদ এবং যে সকল বৈষম্য রয়েছে সেগুলো যেন বলিদান করতে পারে এবং সুন্দর মানব-ভ্রাতৃত্ব নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারে। বর্তমান সময়ে চরিত্রের এমন ধরনের পশুসম মন্দতাগুলোর বলিদান ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার জন্যেই। এমনটি হলেই ঈদুল আযহা হয়ে উঠবে চলমান একটি আত্ম-বলিদান ও আত্ম-শুদ্ধি। এমন অর্থেই ঈদুল আযহা শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে উঠে সার্বজনীন।

সুপ্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এবারের ঈদুল আযহা মহোৎসবে মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাদের উপর বর্ষণ করুন তাঁর শত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, তৌফিক; আপনারা লাভ করুন মহান আল্লাহতালার রহমত।

জাতীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের নামে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নামে আপনাদের সকলকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার আন্তরিক শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক!

(আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি)
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(ফাদার প্যাট্রিক গমেজ)
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

ফাদার সাধন আগষ্টিন গ্রেগরী

সাধারণ কালের দ্বাদশ রবিবার

১ম পাঠ : যোব ৩৮: ১, ৮-১১
২য় পাঠ : ২ করিন্থীয় ৫: ১৪-১৭
মঙ্গলসমাচার : মার্ক: ৪: ৩৫-৪১

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

ঈশ্বর ভালোবেসে নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনো চান্না আমরা বিপদে থাকি, দুঃখে-কষ্টে থাকি, ভয়-ভীতিতে দিন যাপন করি। তিনি চান আমরা যেন সন্তানের মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করি। পরিবারে যদি কোন ছোট মেয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখি মাটি দিয়ে সে পুতুল তৈরি করে নিজের বিছানায়ও নিয়ে যায়। সে তার সৃষ্টিটাকে নষ্ট করতে চায় না। একটি ছোট বাচ্চা যদি তার সৃষ্টির যত্ন নিতে পারে তাহলে ঈশ্বর কি আমাদের ধ্বংস চাইতে পারেন? না ঈশ্বর কখনো সেটা চান না। তাই তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন প্রবক্তাকে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে সত্যের পথ দেখানোর জন্য। এমনকি নিজের একমাত্র পুত্রকেও দান করেছেন জগতের মুক্তি সাধনে। আর সেই যিশুই আমাদের রক্ষা করতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। যা আমরা দেখতে পাই প্রথম পাঠে- যেখানে প্রকৃতির উপরে ঈশ্বরের আধিপত্য। আর দ্বিতীয় পাঠে বলা হচ্ছে- আমরা যদি যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকি তবে আমরা নতুন জীবন ধারন করতে পারব। যিশু যেমন মৃত্যুবরণ করে পূনরুত্থিত হয়ে স্বর্গে রয়েছেন, তেমনি আমরাও মৃত্যুবরণ করে যিশুর মতো পূনরুত্থিত হয়ে তাঁরই সঙ্গে স্বর্গে স্থান পাব এবং নতুন জীবন ধারন করব।

প্রিয়জনেরা, মানুষের জীবনে সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ কি? আমরা অনেকে বলতে পারি মুল্যবান সম্পদ হলো অর্থ-কড়ি, জমি-জমা, চাকুরী, ব্যাংক বা সোনা-দানা। আসলে কি তাই? না, মানুষের জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ হলো নিজের জীবন। আমি যদি নিজেই না বাঁচি তাহলে সম্পদ দিয়ে আমার কি লাভ হবে? এই জন্য নিজের জীবনটাকে রক্ষা করাই হলো মানুষের প্রথম আর প্রধান ধর্ম। জীবন বাঁচাতেই আমরা যে কোন কাজ করতে রাজি হয়ে যাই, এমন কি অন্যায়- অপরাধ করতেও কোন দ্বিধাবোধ করি না। কারন এই সুন্দর পৃথিবী থেকে আমরা কেউ মরতে চাই না, বিদায় নিতে চাই না। পৃথিবীটা হলো একটা মায়ার বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নেয়া আমাদের কাছে কাঙ্খিত নয়। এই কারনেই যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা নিজের জীবনটাকে রক্ষা করতে চাই।

পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী কঠিন পদার্থ হলো লোহা। লোহা দিয়ে আমরা অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি করি। কিন্তু এই লোহার চেয়ে শক্তিশালী হলো আগুন। লোহাকে আবার আগুন গলিয়ে দিতে পারে। তাহলে লোহার চেয়ে শক্তিশালী হলো আগুন। অন্য দিকে আমরা যদি অন্য ভাবে বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে, আগুনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হলো পানি যা আগুনকে নিভিয়ে দিতে পারে। তাহলে পানি আগুনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আবার যদি আরেকটু বিবেচনা করি তাহলে দেখব পানির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হলো মানুষ। যে মানুষ পানিকে পান করে। তাহলে মানুষ কি সব থেকে শক্তিশালী? না মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হলো মৃত্যু, যা মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মানুষের অস্তিত্বকে বিলিন করে দিতে পারে। তাহলে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো মৃত্যু। আর এই মৃত্যু ভয়টাই আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে। আর এই কারনেই শিষ্যরা মৃত্যুর ভয়ে যিশুকে বলছেন আমরা যে মরতে বসেছি-এই ব্যাপারটা কি আপনার কাছে কিছুই না?

আজকের মঙ্গলসমাচারের সাথে আমরা নিজেদের জীবনটাকে মিলিয়ে দেখি। নৌকা হলো আমাদের জীবনের প্রতীক। এখানে সন্ধ্যা হলো আমাদের জীবনের এক একটা অধ্যায়। আমরা কেউ বলতে পারবনা আমার জীবনে কোন অন্ধকার দিক নেই। প্রতিটা মানুষের জীবনেই এক একটা অন্ধকার অধ্যায় আছে। ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে, বুকে হাত দিয়ে আমরা কেউ বলতে পারবনা যে আমার জীবনে কোন অন্যায় অপরাধ নেই। ঘূর্ণিঝড় হলো আমাদের জীবনের পাপময়তা, অহংকার, লোভ, কামনা-বাসনা, না পাওয়ার বেদনা, অভাব-অনটন ইত্যাদি। যা আমাদের জীবনে লেগেই আছে। আর এই কামনা-বাসনাকে চারিতার্থ করতে গিয়েই আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যেতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। তখন আমরা ঈশ্বরের স্থানে অর্থ বা টাকা পয়সাকে স্থান দিয়ে থাকি। আর তখনই আমরা ভয় পাই যে, আমার মৃত্যু হবে।

শ্রদ্ধাভাজনেরা, যিশু হলো আমাদের জীবনের একমাত্র আশা। তিনি আমাদের অভয় দিয়ে বলছেন এতো ভয় কিসের, এই তো আমি। যিশু আমাদেরকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন আপন মহিমা প্রকাশ করে। আমরা যেন তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারি। আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তিনি সাগরকে ধমক দিলেন শান্ত হবার জন্য আর সাগরও তাঁর কথা শুনল। সেই ঘটনা দেখেই শিষ্যরা যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তেমনি ভাবে আমরা যখন নিজেদেরকে যিশুর কাছে নিবেদন করতে পারব তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে যিশু আমাদের ভালবাসেন, আমাদের রক্ষা করেন, পালন করেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। নিজের সন্তানের মর্যাদা দান করেন। আর আমরা সেই সন্তানত্ব লাভ করতে পারি যখন আমরা প্রার্থনার জীবনে বিশ্বস্থ থাকি। যখন যিশুর উপরে ভরসা রাখি, তখন আমাদের জীবনে যিশুর মহিমা প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে।

এই কারনেই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের অনুপ্রেরণায় আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি যিশু খ্রিস্টের জয়ন্তী ২০২৫ উদ্‌যাপনের জন্য। মহা-জুবিলীর প্রস্তুতি উপলক্ষে" পোপ ফ্রান্সিস সকলকে আহ্বান করছেন আমরা যেন প্রার্থনার মধ্যদিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করি। আর তিনি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দকে প্রার্থনার বছর বলে ঘোষণা করেছেন। এই জন্য এই বছরে বিশেষভাবে আমাদের প্রার্থনায় মনোনিবেশ করতে হবে। যারা প্রার্থনা করে তারা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে। আমরা একটু আত্মমূল্যায়ন করি: আমার আধ্যাত্মিক জীবন কেমন? বা আমি কি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করি? আমার জীবনে কি ঈশ্বর উপলব্ধি বিরাজ করে? ঈশ্বরের ভালোবাসা কি আমি উপলব্ধি করি? প্রার্থনা করা মানে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকা, যারা ঈশ্বরে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী তারা কোন সময় ভুল পথে পা বাড়াবে না; যারা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের শক্তি তাদের ওপর অধিষ্ঠান করে; তারা কখনো ঈশ্বর বিরোধী কাজ করবে না। এই প্রার্থনার বছরে আমরা পরিবারে এবং ব্যক্তিজীবনে বেশী প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারি।

কুরবানের পূর্ণতা খ্রিস্টের পূর্ণাহুতিতে : একটি বাইবেলীয় পর্যবেক্ষণ

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে 'পবিত্র বাইবেলীয় পরিভাষা কুরবান' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলাম। সেই লেখাটিতে দেখিয়েছিলাম শুধুমাত্র বিশেষ্য পদ হিসাবে কুরবান শব্দটি আশিবার উল্লেখ রয়েছে। লেবীয় পুস্তকে চল্লিশবার, গণনা পুস্তকে আটত্রিশবার এবং প্রবক্তা এজেকিয়েলের গ্রন্থে দুইবার 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাইবেলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যত বেশী বাইবেলের পাতায় স্থান পায়- এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তত বেশী এবং বাইবেল পাঠকদেরও এই সম্পর্কে বিশেষ নজর দেয়ার একটি মৃদু আহ্বান থাকে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে এই লেখায় প্রাক্তন সন্ধিতে কুরবান বা বলিদানগুলো যিশুখ্রিস্টের আত্মদানে যেভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে সেই দিকটা তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে।

লেখার শুরুতে যেভাবে উল্লেখ করেছি, কুরবান শব্দটি মূলত পুরাতন নিয়মেই সবচেয়ে বেশী আর্বিভূত হয়েছে। নবসন্ধিতে শুধুমাত্র একবার যিশুর শিক্ষায় ফরিসিদের সমালোচনা ও ধিক্কার দেয়ার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, যিশুর জীবনে কোরবান কর্মটির পূর্ণতা বুঝতে এই প্রাক্তন সন্ধিতে এই শব্দটির বহুবিদ ব্যবহারের দিকে আলোকপাত আবশ্যক বলে মনে হলো।

১. হিব্রু কুরবান শব্দটির প্রাথমিক ব্যবহার হিসাবে বাইবেল লেখকগণ মূলত সকল ধরনের পশু আহুতি বা বলিদানকে বুঝিয়েছেন। "ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমাদের কেউ যখন প্রভুর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন (কুরবান) করবে, তখন গবাদি পশু বা মেষ-ছালের পাল থেকেই সে তার সেই অর্ঘ্য নিবেদন (কুরবান) করবে" *(লেবীয় ১:২)*। নিবেদিত পশুটি অবশ্যই হবে খুঁতহীন পুংশাবক *(দ্র. লেবীয় ১:৩)*। এই ধরনের বলি নিবেদন শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে- যার সুগন্ধি ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হবে। "তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দাও; তাদের বল: তোমরা সতর্ক থাক, যেন অর্ঘ্য, আমার উদ্দেশ্যে সৌরভ-রূপে আমার অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যের সেই খাদ্য ঠিক সময়েই আমার কাছে আনা হয়" (গণনা ২৮:২)। এর ব্যত্যয় ঘটানো মানে ঈশ্বর নিন্দা করা এবং তাঁকে অসম্মান করা *(দ্র. ২ রাজা ১৬:১২; এজে ২০:২৮)*।

২. পবিত্র বাইবেল অনুসারে জগতের মালিক হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর, 'কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার' *(যাত্রা ১৯:৫)*। সেক্ষেত্রে ভূমিও ঈশ্বরের,'ভূমি আমারই' *(লেবীয় ২৫:২৩)* এবং এটি হচ্ছে মানুষের জন্য ঈশ্বরের একটি উপহার *(দ্র. যোশুয়া ২১:৪৩)*। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভূমি থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের ফসল অর্ঘ্য হিসাবে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করার আদেশ লেবীয় পুস্তকে রয়েছে। ঈশ্বরের কাছে এ সকল নৈবেদ্য নিবেদনের জন্যও এই একই শব্দ 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: শস্য নৈবেদ্য *(দ্র. লেবীয় ২:১)*; প্রথম ফসল নৈবেদ্য *(দ্র. ২:১৪)* প্রভৃতি।

৩. বিশেষ্য পদ 'কুরবান'- এর ক্রিয়াপদ 'কারাব' কারো সাথে যোগাযোগ, অন্তরঙ্গতা ও কোন বস্তু বা ব্যক্তির সম্মুখপান হওয়া বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যে কোন কুরবান বা বলি নিবেদনের উদ্দেশ্য যেহেতু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা, সেক্ষেত্রে এই শব্দটি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গভীর করার উদ্দেশ্যে 'সাক্ষাৎ তাবু'তে জনগণের সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা হয়। "মোশীর আজ্ঞামত তারা এই সব কিছু সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আনল (কারাব), তার গোটা জনমণ্ডলী এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল" *(লেবীয় ৯:৫)*। এছাড়াও এটি পবিত্র তাঁবুর সামনে আসা *(দ্র. লেবীয় ২১:১৭)*; ইয়াওয়ের কাছে আসা *(দ্র. লেবীয় ১৬:১)*; বেদীর কাছে যাওয়া *(দ্র. যাত্রা ৪০:৩২)*; নিস্তার পর্ব ঘনিয়ে আসা *(দ্র. লেবীয় ২১:৭)* প্রভৃতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. প্রাক্তনসন্ধির যুগের শেষ পর্যায়ে এবং নবসন্ধি যুগের সূচনা লগ্নে ইহুদী রাব্বি তথা ধর্মগুরুগণ 'কুরবান শব্দটির মৌলিক অর্থের বদলে নতুন অর্থ দান করেন, আর তা হচ্ছে 'মানত' অর্থাৎ কোন ধরনের ব্রত থাকলে তা পূরণ করা। এখানে 'কুরবানের' যে ধর্মীয় একটি ভাব তা অনেকটি বিনষ্ট হয়ে যায়। যিশুর সময়ের অনেক ইহুদী তাদের পিতামাতার প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে *(দ্র. যাত্রা ২০:১২)*, তা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মন্দিরে গিয়ে 'কুরবান' বলে ঘোষণা দিতো এবং পিতামাতার সম্মান ও যত্নের ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হতো বলে মনে করত। যিশু তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের এই অপব্যাখ্যার কড়া সমালোচনা করেন, "কোন মানুষ যদি পিতাকে বা মাতাকে বলে, আমার যা কিছু তোমার সাহায্যে লাগতে পারে তা কুরবান অর্থাৎ পবিত্রকৃত অর্ঘ্য, আপনারা তাকে পিতা বা পিতার জন্য আর কিছুই করতে দেন না" *(মার্ক ৭:১১-১২)*। যিশুর সমালোচনার প্রধান কারণ হচ্ছে তারা ঈশ্বরের আদেশ 'পিতামাতাকে সম্মান করা'- কে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া নিময়নীতি ও আচার-আচরণকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন: যেমন- হাত না ধুয়ে খাওয়া *(দ্র. মার্ক ৭:৪-৫)*।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুরবান শব্দটির মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা। সুক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাক্তনসন্ধির কুরবান তথা সমগ্র বলির চূড়া ও পূর্ণতা পেয়েছে যিশুখ্রিস্টে। এই জগতে তার আগমন, তার বাণীপ্রচার এবং সর্বোপরি ক্রুশের উপর বলিদানের মধ্য দিয়ে প্রাক্তন সন্ধির কুরবান নামক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদানটির চূড়ান্ত রূপ দান করেন।

১. প্রাক্তনসন্ধির বলি বা বিভিন্ন ধরনের উৎসর্গের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পবিত্র হওয়া'। যে গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধরনের বলি বা কুরবানের কথা বেশী বলা হয়েছে (শস্য নৈবেদ্য- লেবীয় ২; মিলন-যজ্ঞ- লেবীয় ৩; পাপার্থে বলিদান- লেবীয় ৪; প্রভৃতি) বলা হয়েছে, সেই লেবীয় পুস্তকে ঈশ্বর তার ভক্তদের কাছে আহ্বান জানান, "...ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা পবিত্র হও, কারণ প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজেই পবিত্র" *(লেবীয় ১৯:২-৩)*। যিশু নিজেও পিতার এই কাজটি বাস্তবায়নের জন্যই মূলত এ জগতে এসেছেন। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তার প্রচারের সময় যাদের সুস্থ করে তুলতেন, তাদেরকে আহ্বান জানাতেন, 'দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ, আর পাপ করো না' *(যোহন ১৫:১৪)*। জগতের মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই তিনি কিন্তু নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। এই বিষয়টি যোহন তার পত্রে আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরেন, 'তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য' *(১ যোহন ২:২)*।

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

কুরবানীর ইতিহাস ও তাৎপর্য

মোঃ আব্দুর রউফ

কুরবানির সমার্থক শব্দ 'উযহিয়্যাহ'। এর আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, নৈকট্য, উৎসর্গ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু করে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু জবেহ্ করার নাম কুরবানি।

১০ যিলহজ বড়ই সম্মানিত দিন, মুসলমানদের জন্য বরকতময় ঈদের দিন। এ দিনটি আমাদেরকে একটি মহান ইতিহাসের কথা স্মরণ করে দেয়, স্মরণ করে দেয় ইবরাহিম (আঃ) এর উৎসর্গের কথা। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকেই ইরাকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সকলের বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মুখেও তিনি তাওহীদের প্রচারে অনড় ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাইল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, বৃদ্ধ বয়সের এ প্রিয় সন্তানকে কুরবানি করতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করছেন।

ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহর নবী। নবীগনের স্বপ্ন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। তাই তিনি আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। এ ঘটনাটি কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- অতঃপর তিনি (ইসমাইল) যখন তাঁর পিতা (ইবরাহিম) এর সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনিত হলেন, তখনই ইবরাহিম (আঃ) তাঁকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্ন দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এবার বল, এখন তোমার অভিমত কী? পুত্র বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সুরা-আস-সাফফাত, আয়াত: ১০২) অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহিম (আঃ) পুত্রকে কুরবানির জন্য উপুর করে শুইয়ে দিয়ে গলায় ছুরি চালালেন। তখনই আল্লাহতা'য়ালা ইবরাহিম (আঃ) কে ডেকে বললেন, হে ইবরাহিম (আঃ) আপনি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলেন। এভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়নদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সুরা-আস-সাফফাত, আয়াতঃ-১০৪-১০৫)

আল্লাহতা'য়ালার এবারের পরীক্ষাতেও ইবরাহিম (আঃ) উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ উভয়েই প্রতি খুশি হলেন এবং ইসমাইল (আঃ) এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ইবরাহিম (আঃ) এর সুন্নাত হিসেবে কুরবানি পালিত হয়ে আসছে। হাদিসে আছে:- একদিন কতিপয় সাহাবি প্রশ্ন করলেন, ইয়ারাসুলুল্লাহ! এই কুরবানি কি? উত্তরে তিনি বললেন-এটা তো তোমাদের পিতা ইবরাহিম (আঃ) এর সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ্) যদি ও পরে স্বতন্ত্র ভাবে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন অতঃপর আপনার পালন কর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন। (সুরা- কাওসার, আয়াত: ০২)

তবেই ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর কুরবানি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কুরবানি নয়। মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) এর যুগ থেকে কুরবানি প্রচলন হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রথম নবী আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের জন্য এ বিধান প্রচলিত ছিল। আল্লাহ কুরআনের সুরা হজ্বের ৩৪ নম্বর আয়াতে বলেন- প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি। তাই আজ মুসলিম জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে কুরবানি।

কুরবানি কেবল পশু জবাই করাকে বুঝায় না। কুরবানি হৃদয়-মনের কলুষতা দূর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি পন্থা। হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর কুরবানির দিকে লক্ষ করুন! পিতা যখন পুত্রকে কাত করে শুয়ে ছিলেন তখনই আল্লাহ ইবরাহিম (আঃ) কে বললেন, স্বপ্নাদেশ পালন করা হয়ে গেছে। কারণ এখানে মূল কথা হলো মনের কুরবানি। তাঁদের মনের কুরবানি ছিলো নিখাদ। এজন্যই শায়িত করার সাথে সাথেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কুরবানি কবুল হয়ে গেছে। যেহেতু কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, সাওয়াব পাওয়ার আবেগ, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার আগ্রহ। আর মনের এ আবেগ ও আগ্রহই আল্লাহ দেখেন এবং এর উপরেই পুরস্কার দেন। কুরবানি দেওয়ার পর গোস্তকে কতটুকু পেল খেল তা বড় কথা নয়। কে কত টাকা দিয়ে কুরবানি করেছে, কার পশু কত বেশি মোটা-তাজা, কত সুন্দর এ বিষয় গুলো মূখ্য নয়। কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহ শুধু মানুষের মনের তাকওয়া ও ভালোবাসার দিকে দেখেন। মহান আল্লাহ বলেন- 'কখনই আল্লাহর নিকট পৌঁছায়না এ গুলোর গোস্ত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। (সুরা-আল-হাজ্ব, আয়াতঃ ৩৭) আর তাকওয়া হলো সকল সৎ গুনের আধার। মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহভীতি মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখেন আর সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করেন।

মানব চেতনার বিকাশ ঘটাতে কুরবানির শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কুরবানির শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আমরা একটি সুন্দর, সফল ও কল্যাণ সমাজ গঠন করতে পারি। ত্যাগের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা পরোপকারী, আত্মত্যাগী ও আত্মসংযমী হবো। নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কে বড় করে না দেখে সমাজের কল্যাণে কাজ করবো। প্রয়োজনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোক।

ঈদুল আযহার তাৎপর্য ও শিক্ষা

তানভীর আহমেদ

মুসলমানদের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ উৎসব ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ। পবিত্র কুরআনে কুরবানীর বদলে 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসেও 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে এর পরিবর্তে 'উযহিয়াহ' ও 'যাহিয়া' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এজন্যই কুরবানীর ঈদকে 'ঈদুল আযহা' বলা হয়। আর আযহা শব্দটি আরবীতে 'কুরবান' ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানী' রুপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহর 'নৈকট্য' হাছিল হয়। প্রচলিত অর্থে, ঈদুল আযহার দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবেহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর এক বিশেষ রীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ওসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে যে সব আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন"। *(সূরা আল হজ্জ - ৩৪)*

মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী : মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম আ. এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানী। এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদ সহ বর্ণিত হয়েছে। তৎকালে কুরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার বিলীন হয়ে যেত। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন : "ঐ কুরবানী যাকে আগুন গ্রাস করে নিবে"। *(সূরা আলে ইমরানু ১৮৩)*। মহান আল্লাহ্ বলেন: "আমি বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও"। *(সূরা আল আম্বিয়া -৬৯)*

ঈদুল আযহার সময়, হজ্জ পালনকালে মুসলিমের পশু কুরবানী উপরোক্ত সমগ্র জীবন ও সম্পদের কুরবানীর তাওহীদী নির্দেশের অঙ্গীভূত এবং তা একই সঙ্গে আল- কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মানব জাতির ইমাম ইবরাহীম (আ:)- এর পুত্র কুরবানীর চরম পরীক্ষা প্রদান ও আদর্শ চেতনার প্রতীকী রূপ।

শেষকথা : মুসলিম পরিবারে প্রতিটি মানুষেরই একমাত্র আদর্শ হবে আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ:) এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তাঁর সন্তানদের। জনৈক উর্দূ কবি বলেন, ' যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীমের ঈমান পয়দা হয়, তাহলে অগ্নির মাঝে ফের ফুলবাগানে নমুনা সৃষ্টি হ'তে পারে'। মহান আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণকারী ও আত্মত্যাগী হ'তে হবে। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন হ'তে হবে।

০৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

২. প্রাক্তনসন্ধিতে পশু বা অন্যকোন উপাদান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কুরবান করা হতো। এক্ষেত্রে আরোনের বংশধরগণ যারা বংশপরম্পরায় যাজকীয় কর্ম সম্পাদান করতেন। তারা যেহেতু নিজেরাও পাপী তাই তাদের নিজেদের জন্যও বিভিন্ন ধরনের বলি উৎসর্গ করতে হতো। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি নিজেই যজ্ঞ ও যজ্ঞ যোজনকারী। তিনি তার আপন দেহ নৈবেদ্যরূপে দান করে আমাদের পবিত্র করে তোলেন, "তেমনি বহু মানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিস্টও কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আর্বিভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে" *(৯:২৮)*।

৩. লেবীয় পুস্তকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কুরবানের প্রাণী সম্পর্কে বলা হয়েছে, "...তার জন্য প্রভুর উদ্দেশ্যে খুঁতবিহীন একটা বাছুর পাপার্থে বলিরূপে নিবেদন করবে" *(লেবীয় ৪:৩; দ্র. ১:৩)*। মানবজাতির মুক্তির যজ্ঞবলি যীশু নিজেও ছিলেন নিখুঁত। অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ইতোমধ্যে তিনি সকলের কাছে অনুগ্রহ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন *(যোহন ১:১৪-১৬)*। শারীরিকভাবেও ক্রুশেতে তিনি নিখুঁত অবস্থায়ই মানবজাতির জন্য পিতার চরণে নিজেকে সমর্পন করেছিলেন, "কিন্তু যিশুর কাছে এসে যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না" *(যোহন ১৯:৩৩)*।

৪. কারাব ও কুরবানের আরেকটি আহ্বান হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে আসা ও তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মানুষকে ভালোবাসা। ইহুদীগণ ঈশ্বরের বাণী শোনার জন্য প্রায়ই সাক্ষাৎ তাঁবুর নিকট যেত। তারা ঈশ্বরের বাণী সেখান থেকে শ্রবণ করে এবং ধীরে ধীরে ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে যাজকগণ বা প্রবক্তাগণ মধ্যস্থকারী হিসাবে ভূমিকা রাখতেন। নবসন্ধিতে যিশু নিজেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং হয়ে উঠেছেন পিতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, "নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মতো, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন" *(হিব্রু ৯:১২)* এবং "এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারেন" *(হিব্রু ৯:২৪)*।

বাইবেলীয় পরিভাষা কুরবান উপাদানটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইলে, আমাদেরকে অবশ্যই যিশুখ্রিস্টের জীবনের দিকে তাকাতে হবে। তারা গোটা জীবন, কাজকর্ম, প্রচার, মানুষের প্রতি দরদ, জগতের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই যেন কুরবান বিষয়বস্তুর এক একটি উপাখ্যান। প্রাক্তনসন্ধির কুরবানে সমস্ত শর্ত ও বহুবিদ উদ্দেশ্য সম্মেলিতভাবে যিশুখ্রিস্টের গোটা জীবনে সন্নিবেশ ঘটেছে। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রাক্তন ও নবসন্ধির সংযোগকারী ও ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী।

যিশু নিজে কুরবানের যজ্ঞ ও যজনকারী হিসাবে তিনি জগতের মানুষের সামনে একটি আদর্শ হয়ে উঠেছেন। প্রকৃত বলিদানের নমুনা ও প্রকৃতি দেখিয়ে তিনি যেন ঘোষণা করছেন, তারা অনুসারীগণও যেন একইভাবে তাদের বাস্তবতায় যজ্ঞবলি হয়ে উঠেন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে যারা যিশুর সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে, তাদের সবার প্রতি একই আহ্বান তারা যেন এক একজন যজ্ঞবলি হয়ে উঠে এবং ঈশ্বর সাথে আরো গভীরভাবে সম্পর্ক করে। আর যারা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকে তারা মানুষের সাথেও সংযুক্ত থাকে। কেননা আত্মদান বা কুরবানের মৌলিক দিক হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের মঙ্গল সাধন।

বাবা সন্তানের হৃদয়

ফাদার যোসেফ মুরমু

একটি পরিবারের বহুদায়িত্বের বহুমাত্রিক কর্ণধার "বাবা"। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের মস্তক। যিনি আদরে-অনাদরে পরিবারকে ভালোবাসেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এক নারীর বৈধ বৈবাহিক স্বামী, সন্তান আনয়নে বাবা (পিতা)। দ্বৈত পরিচয়ে পরিবারে তার স্থান। তিনি সন্তান প্রাপ্তিতে কঠিন নামে চিহ্নিত, পরিচিত। এই নামে পরিবারে সুখ ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাত্রা স্ত্রী ও সন্তানকে সঙ্গ করে জীবন গঠনে যাত্রা করেন। সর্বক্ষেত্রে সন্তানের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে সম্পৃক্ত। বৈবাহিক স্বামীর পরিচয়ে সমাজে স্বীকৃত, আলাদা থাকার সুযোগ নেই, নিষ্কৃতিও নেই। এ নামেই বহুমাত্রিক দায়িত্ব সংসার ও সন্তান লালন-পালনে সময় অতিবাহিত করেন। দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাবা হওয়া মোটেও শোভনীয় নয়, কারণ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী, বাবার সঙ্গে 'সন্তান' এবং পরিবারের সঙ্গে সুখ-দুঃখ জড়িত। তাই পরিবারে সদস্যদের সুখ-দুঃখে সময় কাটাতে হয়, এটিই বাবা ও স্বামীর বৈবাহিক প্রতিজ্ঞা।

'বাবা' একটি আদি ও ঐশ নাম, পারিবারিক নাম, সন্তানের দৈহিক রক্ত-জল মিশ্রিত নাম। বিধাতাই প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তিকে সন্তানের আদলে বাবার অধিকার দেন। বিধাতাই বাবাকে পিতৃত্বের গুণাগুণে ও সুখ-দুঃখের আকরে সমৃদ্ধ করেন। তবে এ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিবাহ সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে, সমাজ ও খ্রিস্টমণ্ডলী তা বৈধতা ও স্বীকৃতি দিয়েছে। বাবা হওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ, কেননা পরিবারে সন্তান যে পরিচয়ে ভূমিষ্ঠ হোক না কেন, বাবা সন্তানের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক চাহিদা পুরণ করতে বাধ্য এবং স্বস্নেহে-যত্নে গড়ে তুলতে হয়। এজন্যে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক অবিনশ্বর, অভঙ্গুর। তার জীবন পরিস্থিতি যাই হোক, তাকে সন্তানের কাছে সৎ পিতৃত্বের দায়িত্বে দায়বদ্ধ। সন্তানকে কোন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া অনৈতিক, বাবা হয়ে থাকার দৃষ্টিভঙ্গিই মুখ্য, কারণ এটি বৈবাহিক সংস্কারীয় দায়িত্ব। সমাজের আনুষ্ঠানিক সমর্থনে একটি পরিবারে ঐক্য জীবনে বসবাসের দু'ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছে।

বাবা একজন পরিপক্ক পুরুষ। শিশুর জন্মক্ষণ থেকে সন্তানের অন্তিম যাত্রা অবধি তিনি সলিড বাবা, পরিবারের কর্তা। এই পরিচিতিতেই তিনি সাংসারিক প্রাণপতি, প্রেমিক, সুখ-দুঃখের প্রবাহিত নদী, যে নদী সুখপ্রিয় জীবন স্রোত প্রবাহমান রাখে। তিনি সংসার ও সন্তানের সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলো নদীর মত জড়িয়ে রাখে, গতি দেয়। ফলশ্রুতিতে সন্তান পিতৃত্বের আলিঙ্গনে জীবনের দিকদর্শন লাভ করে, শিক্ষিত,ধার্মিক ও মানবিক হয়। আক্ষরিক দার্শনিক বাবা নন তিনি, তার দর্শন হলো সন্তান বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং তার ছত্রছায়ায় সংসারের কাণ্ডারী হবে। কোন কারণে সন্তান দৈহিক অক্ষম হলেও, তিনি তারও জীবনসুখের বাবা। সময়চক্রে সন্তান ভাল করুক বা মন্দ করুক, প্রথমতঃ সে তার সন্তান, তার দেখভাল করবে, যেন সন্তান তার সঙ্গসুখ পায়, কর্মমুখোর মানুষ হয়। সন্তানের মন্দাচরণে বাবা দিশেহারা হন ঠিকই, কিন্তু তিনি যে বাবা, তা ভুলে যাবেন না। অনেকবার বাবা, সন্তানের গায়ের রঙের (মেয়ে) জন্যে আক্ষেপ করেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন, প্রয়োজন মিটাতে অবহেলা করেন, ফলে বাবার স্নেহাশ্রয় থেকে সন্তান দূরে সরে যায়, বিপদগামী হয়, এমন অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্যে বাবাই দায়ী। পরিবারে এমন অবস্থা দেখা দিলে বাবা নিজের পিতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং সন্তানের নিকট থেকে সরে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণার গহব্বরে নিক্ষিপ্ত হন। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাবা পড়ুক, তা কোন সন্তানের কামন্য নয়। বাবা তার পিতৃত্ব সন্তানপ্রীতি হোক, কল্যাণমুখি হোক, দু'য়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করুক, গড়ে উঠুক আনন্দমুখোরিত একটি পরিবার, এটিই সন্তানের স্বজ্ঞানের প্রার্থনা।

বাবা এমন এক ব্যক্তি, যিনি সুষ্ঠ পরিবার গঠনের জন্যে বৈবাহিক সংস্কার দ্বারা এক যোগ্য নারীকে জীবনসঙ্গী স্বরূপ পেয়েছেন। এ নারী তার সচল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সংসারের সহকর্মী ও সর্ববিষয়ের অধ্যক্ষ এবং সন্তানের মা। তিনি স্বামীকে সঙ্গ দিয়ে ভাল বাবা হওয়ার অনুপ্রেরণা, সাহস, চেতনা ও আত্মবিশ্বাস দান করে। তিনি সংসারে সদস্যদের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে সাহসী করে। স্ত্রীর বিজ্ঞতার আদলে স্বামী সন্তানের উপযুক্ত বাবা হয়ে উঠে। বাবা হওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত ক্ষণ থেকেই তিনি সংসারের, স্ত্রী ও সন্তানের কর্ণধার, সুখের ব্যবস্থাপক, দুঃখের নিরাময়কারী, সদস্যদের বন্ধু এবং অভাব মোচনকারী ও পরিচালক এবং গৃহকর্তা। দায়িত্বের উর্ধ্বে বাবাকে ধার্মিকও হতে হয়।

পরিবারের সকাল-সন্ধ্যার সূর্য-চন্দ্র বাবা। তিনি সদস্যদের উপর দিনে-রাতে প্রত্যাশার কিরণ বিকিরণ করেন। তাদের উপর পিতৃত্বের শক্তি ও প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দেন, যেন তারা জীবনকর্মে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজনে কর্তা বাবার উপর আস্থা রেখে নির্ভয়ে চলার সাহস লাভ করে উদ্যোগী হয়। এমন সাহসের গরিমায় পরিবারের সদস্যরা গতিশীল হওয়ার সুবাদে তারা তার দু'হাতের তালুতে আশ্রয় নিতে উদ্গ্রীব হয়, নিশ্চয়তা অনুভব করে। সবকিছু মিলিয়ে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের ব্যক্তি বলে বাবা তাদের কাছে একজন আত্ম-পুরুষ। সার্বক্ষণিকভাবে তার স্পর্শে কষ্টবিমুক্ত হতে প্রত্যাশী, কারণ বাবা ছাড়া কেউ পরিবারের নিরাপত্তার চাবিকাঠি হতে পারে না।

শেষান্তে নিশ্চিন্তে বলা যাবে যে, সন্তানের কাছে বাবা যোগ্য ও সুচিন্তাশীল মানুষ, স্ত্রীর জন্যে অমর পুরুষ। তিনি সুখ-দুঃখের সাথী, বিকারগ্রস্ত বা সুস্থ জীবন বিমুখ সন্তানের বাবাও। বাবা সন্তানের জীবন গঠনের ভিত্তি, পরিবারের নিত্যদিনের প্রত্যাশা, এজন্যে পরিবারের সুখে-দুঃখে সব সময় থাকার আবশ্যকতা ব্যাপক। এ ব্যাপকতা থেকে নিষ্কৃতি নেই বাবার, পারও পাবে না, কারণ সংসারের বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছেন। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির বাবা রয়েছেন যারা সন্তানের ছোটখাট বিষয় দেখে সরে থাকতে মনোভাব পোষণ করেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, যেটি সাংঘাতিক অনৈতিক ও অমানবিক। তবে বাবার দায়িত্ব বইতে কষ্ট হলেও সন্তানের কাছে ফিরে আসতে হয়, কারণ সন্তান যে তাঁর রক্ত ও জল, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, পালিয়ে থাকতেও পারবে না। অনেকবার দেখা যায়, বাবা স্ত্রীকে ত্যাগ করে শুধুই সন্তানকেই চাই, সেটিও ঠিক না, কেননা, সন্তানের দাবিদার মা ও স্ত্রীর, সুতরাং, স্ত্রীকে সমীহা করে সন্তানের সঙ্গে বাবা থাকবেন, সেটি আত্মীয়-স্বজনদেরও দাবী। অপর দিকে স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গেও সুখ-দুঃখের মধ্যে মিলেমিশে থাকতেই হয়,সমাজ-সংসার চাই। সুতরাং পরিবারে সন্তানের দায়িত্ব পালনের শিকলে আটকা এবং তা ছিন্ন করার অজুহাত চলে না, তিনি বাবা, তাই বাবাই থাকবেন, সর্বজনের দাবি॥

বাবাঃ একটি অস্তিত্বের নাম

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

বাবা একটি নাম! একটি সম্পর্ক। বাবা মানে অস্তিত্ব! পরিচয় ও পরিচিতি! আমি আছি এই আছি তা তো বাবা-মায়ের কারণেই আছি। বাবার আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ও যত্নই আমাকে/আমাদের বড় ও প্রতিষ্ঠিত হতে একনিষ্ট ভূমিকা রাখে। মানব জীবনে বাবার অবদান অসামন্য; যদিও আমরা বাবাকে নিয়ে এত বেশী মন্তব্য, লেখালেখি পোস্ট করে মাতামাতি করি না। আমাদের বাবারা যেন নিরবেই সর্বস্ব দিয়ে আমাকে/আমাদের জগতের মাঝে তুলে ধরছে। বাবা, চলনে-বলনে পোষাকে-পরিচ্ছদে ও জীবনাচরণে অতীব সাধারণ। পরিবার ও সন্তানের রক্ষা, পরিচ্ছদ ও প্রতিষ্ঠা নিয়েই তার যত ভাবনা-চিন্তা। নিজেকে নিয়ে ভাবনার সময় তার কৈ, নাই তো! দিনমান পরিশ্রম ও কষ্টের ঘামে ভিজে থাকা ক্লান্ত শরীর নিয়ে এগিয়ে যায় পরিবার ও সন্তানের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনের নিমিত্তে। এভাবেই সারাদিনমান আমার অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে বাবা।

বাবাঃ- বাবা আমার অস্তিত্ব। বাবা আমার জন্মদাতা। বাবা, এমন একটি শব্দ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসা। বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, আস্থা, ভরসা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা। বাবা তুমি রক্ষক। তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ মডেল। বাবা আমার ভালোবাসা। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমার সমস্যার সমাধান। বাবা, তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া মহা মূল্যবান উপহার।

বাবার গুরুত্বঃ- বাবার সম্পৃক্ততা বলতে বোঝায়, সন্তানের জন্য দায়িত্ব অনুভব এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা। মানসিক ও শারীরিকভাবে শিশুর কাছাকাছি থাকা, শিশুর যত্ন ও তার লালন পালন সংক্রান্ত বিষয়ে একত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া। সন্তানদের বাবার প্রয়োজন; ঠিক যেমন মা প্রয়োজন; কোন মা একা সন্তান জন্ম দিতে পারে না। সন্তান জন্মদানে যেমন দু'জনের ভূমিকা স্বীকৃত ও তেমনি দুজনের অবদানও হোক সমাদৃত। তাই পরিবারে বাবার গুরুত্ব অপরিসীম।

একজন আদর্শবান প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির গঠন ও তার মানসিক, শারীরিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তুলতে বাবার গুরুত্ব সীমাহীন। বাবা পরিবার ও সন্তানদের জন্য কতটা গুরুত্বর্পূণ তা বুঝতে পারা যায় যখন আমরা বাবাকে জগতের নিয়মে হারিয়ে ফেলি। বাবার সম্পৃক্ততা, সহানুভূতি, সামাজিক পরিপক্কতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মমর্যাদার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য একনিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এইজন্যই বাবা পরিবার ও সন্তানের রক্ষক ও শৃঙ্খলাবাদী হিসাবে ভূমিকা রাখে।

পরিবারে বাবার ভূমিকাঃ- একটি পরিবারের পূর্ণতা পায় পিতা+মাতা+সন্তান। তাই একজন পিতা পরিবারের পূর্ণতা। একটি পরিবার ও সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ভূমিকা সম্পূরক। একজনকে বাদ দিলে পরিবারের পূর্ণতা আসে না। বাবা পরিবারকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে সযত্নে আগলে রাখে। বাবাই পরিবারকে রক্ষা করে, আমাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে থাকে ও পরিবারের সার্বিক নিয়মানুবর্তিতায় শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

ক) রক্ষাকর্তাঃ- বাবা পরিবারের রক্ষক। বাবা যেমন সন্তানের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে, তেমনিভাবে তিনি রক্ষা করেন। নিজ জীবন ও সর্বস্ব দিয়ে পরিবারকে রক্ষা করে। বাবা পরিবার ও সন্তানকে অভ্যন্তরের ও বাহ্যিক বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। একই সাথে সন্তানেরা যেন কোনভাবে সহিংসতার মধ্যে না পরে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। বাবা স্বামী হিসাবে তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করেন। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পিতা-মাতা উভয়ই পরিবার ও সন্তানকে রক্ষা করে লালন-পালন করে। বাবা আমার আশ্রয়স্থল।

খ) প্রদানকারীঃ- সাধারণত আমাদের দেশে ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বাবার কাজ বলতে পরিবারের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান করাকে বোঝানো হয়। প্রদানকারীর ভূমিকা হিসাবে, একজন বাবা তার পরিবারের জন্য সরবরাহ করার ক্ষমতা, তার কর্তব্যবোধ, তার পরিচয়বোধ ও পুরুষত্বের সাথে সম্পর্কিত। একজন পুরুষ, একজন স্বামী এবং একজন বাবা হওয়ার অর্থ বোঝাতে তিনি প্রদানকারী ও সরবরাহকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। বাবা পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ক্ষেত দেখাশুনা করে, কল-কারখানায় কাজ করে। বিভিন্ন অফিসে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এইকাজগুলো অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক হয়ে থাকে, তবুও বাবা পরিবারের জন্য ত্যাগস্বীকার, পরিশ্রম ও কষ্ট সাধন করে পরিবারের প্রয়োজন সরবরাহ করে থাকে।

শৃঙ্খলাকারীঃ- পরিবার ও সন্তানকে নিয়মানুবর্তীতায় শৃঙ্খলাবোধে গড়ে তুলতে বাবা একনিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। সন্তানের সুন্দর সাফল্যময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সন্তানকে শৃঙ্খলায় গড়ে তুলতে বাবা আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভালোবাসা, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনে সন্তানদের গড়তে অবিরাম তার চলা। বাবা সন্তানের সাফল্যে গর্বিত হয়। সন্তানকে শেখান কিভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। বাবা হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। বাবা শেখান কিভাবে থাকতে ও চলতে হয়, নিজ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সন্তানেরা যেন পরিবারে সহিংসতার সাথে বড় না হয় সেদিকে বাবাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। পরিবারে বাবা শৃঙ্খলার ভূমিকা পালন করছে, তবে এটি একটি নিরাপদ এবং সম্মানজনক উপায়ে হতে হয়। একজন শৃঙ্খলাকারী হিসাবে বাবার সক্রিয় উপস্থিতি সন্তানকে শিক্ষা দেয় কিভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়।

বাবার জন্য সন্তানের করণীয়ঃ- বাবা ছাড়া আমি পৃথিবীর মুখ দেখতে পারতাম না। বাবা আমার পরিপূর্ণতা। সন্তান জন্মদান ও লালন পালনে বাবা-মা দু'জনের ভূমিকাই মোক্ষম। আমার/আমাদের জীবন ও সম্পদের উপর বাবার পূর্ণমাত্রার অধিকার রয়েছে। বাবার আশীর্বাদ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করতে সন্তান হিসাবে তার প্রতি আমার/আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে।

ক) শ্রদ্ধা ও সম্মান করাঃ- শ্রদ্ধা ও সম্মান যতভাবে করা ও দেখানো যায় ততভাবেই আমরা আমাদের বাবাকে দেখাব ও করব। সব সময়ই মনে রাখতে হয় বাবা আমার পরিচয় ও পরিচিতি, অস্তিত্ব। বাবার প্রতি যেন আমরা রুক্ষ আচরণ না করি। এমন কোন আচরণ তার সাথে ও সামনে করব না যাতে তিনি কষ্ট পান ও তার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রকাশ পায়।

খ) বাবার কথা ও পরামর্শ মেনে চলাঃ- বাবার কথা শোনা ও তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা জরুরি। বাবা-মা কখনোই সন্তানকে অসৎ পরামর্শ দেয় না। তারা সন্তানের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকে। তাই তাদের কথা শোনা ও পারমর্শ আমাদের মেনে চলতে হয়। সেই সাথে কোন জরুরি বিষয়াদি থাকলে বাবার সাথে পরামর্শ করা আমার/আমাদের দায়িত্ব। জীবন অভিজ্ঞতায় বাবা জ্ঞাণী ও প্রাজ্ঞ হয়েছে। তাই বাবার মতামত চাওয়া, গ্রহণ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে।

গ) ব্যয় ও প্রার্থনা করাঃ- বাবার প্রতি সন্তানের অন্যতম কর্তব্য হল তার জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করা। বাবার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও তার জন্য প্রার্থনা করা ও

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

বাবাঃ পরম ভরসার আশ্রয়

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

"আমার বাবা আমার কাছে খুবই প্রিয়জন
হৃদয় মাঝে বাবা হলো বড় আপনজন
বাবা মানে মাথার ওপর শীতল কোমল ছায়া
বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে আদর- স্নেহ- মায়া"

পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের কাছে তুচ্ছ কিংবা মূল্যহীন মনে হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতম জিনিসগুলোর কাজ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। ঠিক তেমনিভাবে "বাবা " শব্দটি ছোট বা ক্ষুদ্র হলেও এর মর্ম অনেক ব্যাপক। "বাবা" নামক ব্যক্তিটি আমাদের জীবনের সকল শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। কারণ পৃথিবীতে বাবাই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে আস্থাশীল, সাহসী, পরম নির্ভরশীল ও আমার- আপনার কাছের ব্যক্তিত্ব। তিনিই আমাদের প্রথম পরিচয়। তিনি আমাদের স্রস্টা, তাঁর হতে শুরু আমাদের জীবনের পৃষ্ঠা। বাবার অস্তিত্ব সন্তানদের মধ্যে প্রকাশিত হয় বলেই তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের জনক, ধারক ও বাহক। তাই তো বলা হয়, "Fathers are the significant figure in our lives." বাবার সাথে আমাদের প্রত্যেকের এক ভালোবাসাময় অপরূপ বন্ধন রয়েছে। যে বন্ধন পরম পিতার শক্তিতে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে রচিত। বাবাই সকল সন্তানদের পরম ভরসার আশ্রয়। তাঁর ভালোবাসার শক্তি অপরিমেয়। কারণ পিতৃত্বের মূল শক্তির উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। যিনি তাঁর ভালোবাসায় পিতাদের মধ্যে পিতৃত্ব দান করে থাকেন। তাই বাবা মানে ভালোবাসা। বাবা মানে নির্ভরতা। তাই পৃথিবীর সকল বাবাকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

পরিবারে শিশুর জন্মগ্রহণই যেন পিতৃত্বের পূর্ণতা পায়। আর সেই শিশু তার বাবা ও মায়ের সমান জিনগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে পরিবারে বেড়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। পরিবারের কর্তা হিসেবে সন্তানদের জীবনে পিতার ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। কারণ মানবিক গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর জন্য যেমন মায়ের মমতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন, তেমনিভাবে বাবার কঠোরতম শাসন ও দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। বাবাই সন্তানদের শারীরিক ও আবেগময় দিকগুলো শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। কেননা "বাবা হচ্ছেন এমনি একজন ব্যক্তি যিনি সন্তানদেরকে পরিপূর্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তুলেন।" তাই সন্তানদের গঠন জীবনে পিতার আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, শাসন ও উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সন্তানদের মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে ওঠতে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকারও গুরুত্ব রয়েছে।

প্রতিটি সন্তানের কাছে বাবা মানেই শক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব। বাবা মানে কঠিন চেহারা। বাবা মানেই শক্ত চোয়ালে। কিন্তু বাবাদের এই বিশেষ গুণগুলো যেমন রয়েছে, তেমনি বাবার মধ্যে কোমল ও নরম প্রকৃতির মনুষত্বও রয়েছে। সন্তানদের জন্য প্রত্যেকটি বাবারই Soft Corner কাজ করে। কেননা প্রতিটি বাবারই নরম ও কোমল হৃদয় রয়েছে। পিতারা যেহেতু পরম সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি তাই তাদের মধ্যে ভালোবাসাময় একটি হৃদয় রয়েছে। সেই হৃদয়ে সকল সন্তানেরা নিরাপদে ও পরম ভরসার আশ্রয় পায়। লেখক হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, "পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে, কিন্তু খারাপ বাবা একটাও নেই।" বাবা মানে সাহস। বাবা মানেই পথ চলার অনুপ্রেরণা। বাবারা প্রতিটি সন্তানকে স্নেহ ও ভালোবাসেন ঠিকই কিন্তু আমরা সন্তানেরা তা অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বুঝতে পারি। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন। কারণ বাবাই পরিবারের রক্ষক ও কর্ণধার।

"বাবা" শব্দটি শুনলেই আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি স্বর্গীয় পিতার ন্যায় আমাদের সকল ধরণের গঠনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন। সন্তানদের সুখে তিনি যেন সুখ উপলব্ধি করেন। তাই তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেন। নিজের বর্তমানকে ভুলে গিয়ে হাসি মুখে পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি সন্তানদের খুশির জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত। তিনি হলেন আমার আপনার চোখের মনি। তিনি তার সন্তানদের কখনই বিপদে পড়তে দেন না। সন্তানদের অতি ক্ষুদ্র আঘাতে কিংবা কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেন। তিনি কখনই সন্তানের চেয়ে বেশি নিজের কথা চিন্তা করেন না। যতদিন বেঁচে থাকেন তার স্বপ্ন সন্তানদের ঘিরে থাকে। সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করাই যেন বাবার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বাবাই মনে মনে বলে থাকে, "সন্তানরা জিতে গেলে জিতে যাই আমি।" তাই একজন লেখক বলেছেন, "A father's tears and fears are unseen, his love is unexpressed but his care and protection remain as a pillar of strength throughout our lives."

প্রত্যকজন সন্তানের কাছে বাবা হলেন জীবন যুদ্ধের সত্যিকার নায়ক। সন্তানের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশেষ ব্যক্তি। যিনি পরিবারের কর্তব্য পালনের মধ্যেও সন্তানের স্নেহ ও যত্ন নিতে কার্পণ্য করেন না। আমাদের যত অভাব-অভিযোগ, সুখ-আহ্লাদ বেশির ভাগই বাবা পূরণ করে থাকেন। যদিও বাবাদের সবকিছুর মধ্যে একটা সীমিত মাত্রা দেওয়া থাকে তবুও তাদের প্রতি আমাদের ভীতি মেশানো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কিন্তু কম নয়। কেননা বাবাই আমাদের জীবনে শর্তহীন ও নিস্বার্থ ভালোবাসার আশ্রয়। বাবাই হলেন জীবনের সূচনা ও অনুপ্রেরণা। তিনি ছেলের কাছে একদিকে যেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, দক্ষ কারিগর ও জীবন যুদ্ধের নায়ক। অন্যদিকে একজন মেয়ের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও জীবনের রাজা। বাবাই সন্তানদের comfort zone. একমাত্র বাবার রাজ্যেই তার সন্তানেরা শক্তিশালী, সংগ্রামী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। পরিবারে বাবাই যেন সন্তানের পথ প্রদর্শক। তাঁর শক্ত হস্ত ধরে সন্তানেরা পৃথিবীটাকে চিনতে ও জানতে এবং বাস্তবতাকে বুঝতে শেখে। বাবাই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি শাসন করেন আবার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। একটি প্রচলিত কথা রয়েছে, "শাসন সেই করে, যে তোমাকে ভালোবাসে।" এই জন্য বাবা হলো আমার আপনার প্রকৃত ভালোবাসার উৎস। তাই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করাই সন্তানের প্রধান দায়িত্ব।

বাবা মানেই আনন্দ, বাবা মানেই আদর্শ। বাবাই সন্তানদের অকৃত্রিম বন্ধু। বাবা হচ্ছে আমাদের জীবনে বিশাল বটবৃক্ষ। যিনি ঝুম বৃষ্টিতে ও তীব্র রোদে আমাদের আগলে রাখেন। রক্ষা করেন সকল বিপদ ও মন্দতার হাত থেকে। অন্যদিকে বাবা হলেন একটি বাড়ির ছাদ, যে নিজে পুড়ে সন্তানদের ছায়া দেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন না। বাবার সেই শীতল বাহুদ্বয়ের আশ্রয়ে সন্তানেরা নিরাপদে ও পরম ভরসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বাবা তার অকৃত্রিম ভালোবাসায় সন্তানদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলেন। সত্যিই বাবার উপস্থিতি যেন আমাদের জীবনের সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আর এই জন্যই বাবা নিজের দেহের রক্ত পানি করে সন্তানকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করে থাকেন। তিনি সন্তানদের পিতৃত্বের ভালোবাসায় সবসময় আবিষ্ট করে রাখেন। এমনও কি তিনি ছায়ারূপে সর্বদা সন্তানদের পাশে থাকেন। তেমনি এক গল্প রয়েছে যা এই রকম:

আমার এক সহপাঠী ছিল, মা-বাবা ভালোবেসে নাম রেখেছিল রাহুল। প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রামে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে যেতো। শহর থেকে গ্রাম যেহেতু অনেকটা দূরে, তাই ট্রেনে করে গ্রামের বাড়িতে যেতে হতো। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গরমের অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বেড়ানোর তোড়জোড় চলছে, রাহুল বলল বাবা,"আমি তো এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি, আর তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।" বেশ খানিকক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হলো এবার রাহুল একাই যাবে, তার বাবাকে আর অফিস কামাই করে তাকে পৌঁছে দিতে হবে না। রাহুরকে জানলার ধারের সীটে বসিয়ে বাবা প্লাটফর্ম থেকে নেমে এলেন। রাহুল বলল,"তোমরা চিন্তা করো না,আমি ঠিক পৌঁছে যাব।" ট্রেন যখন ছাড়বে ছাড়বে ভাব ঠিক তখনই রাহুলের বাবা তার শার্টের পকেটে একটি কিছু গুঁজে দিলেন। দিয়ে বললেন, "যদি রাস্তায় ভয় পাস বাবা, এই জিনিসটা বের করে দেখিস।" ট্রেন ছেড়ে দিল, রাহুলের জীবনে প্রথমবার যে, সে একেবারে একা। সঙ্গে মা-বাবা নেই, দরকার পড়লেও তাদের সাহায্য এখন পাওয়া যাবে না। সে অস্বস্তি দূর করার জন্য জানালার বাইরে মন দিল। পৃথিবীর নানা রঙের টুকরো টুকরো ছবি সেখানে ছিটকে ছিটকে পেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও দেখা গেল একলা কৃষক আনমনে পথ হেঁটে চলেছে তার হাল আর বলদ নিয়ে, কখনও দেখা গেল আকাশের বুকে আলপনা এঁকে উড়ে চলেছে এক সারি বলাকা, আবার কখনও বা সূর্যকে আড়াল করা মেঘের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে একফালি রোদ। এইভাবে অপরাহ্ন পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ট্রেনের ভেতর লোকজনের হট্টগোল, হকারদের যাওয়া-আসা, চিৎকার-চেঁচামিচি ক্রমশ স্তিমিত হতে লাগলো। রাহুল জালানার আকাশে এখন চাপ চাপ অন্ধকার শুধু। সেই মুহূর্তে নিজেকে খুব একা একা মনে হতে লাগলো রাহুলের। ভাবল, এইভাবে জিদ করে একা না এলেই বোধ হয় ভালো হতো। সে মুখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখতে লাগলো। সবাই কেমন যেন চুপচাপ, উল্টোদিকের যে লোকটা মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে, তার মুখে যেন একরাশ শূন্যতা! ওদিকে কয়েকটা ষন্ডামার্কা লোকজন, কী তাদের মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এবারে, রাহুল বেশ ভয় পেয়ে গেল, জানালার কোনাটায় আরও গুটিয়ে গেল সে। সে মনে মনে বললো, "হে ঈশ্বর, এ রাত কতক্ষণে শেষ হবে"! গলা শুকিয়ে এল তার, হাত-পা কাঁপতে লাগল, চোখের কোণটা জলে ভরে এল, রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো বার কয়েক। হঠাৎ রাহুলের মনে পড়ল, শেষ মুর্হূতে বাবা না জানি কি একটা তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন। কোনো রকমে কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বের করে নিয়ে এল সেটা। দেখলো এক টুকরো কাগজ। আর তাতে লেখা, "ভয় পাস না বাবা আমি তোর পাশের কম্পার্টমেন্টেই আছি।" সত্যিই বাবারা সন্তানদের প্রকৃত বন্ধুরূপে সবসময় পাশে থেকে পরম ভরসায় আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

পরিবারে বাবার উপস্থিতি যেন সৃষ্টিকর্তারই উপস্থিতি। তাই বাবা হলেন পরিবারের উত্তম কর্তা ও শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব, সন্তানদের পরম আশ্রয় ও অকৃত্রিম বন্ধু। একমাত্র বাবাই নিজের সুখ ও আরাম-আয়েশ বির্সজন দিয়ে সন্তানদের প্রতিষ্ঠায় ও পরিবার রক্ষায় নির্রলসভাবে কাজ করে যান। তিনি নিজের জীবন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যাতে করে সন্তানেরা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে। সত্যিই আমাদের জীবনে বাবার ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই জন্য আমরা যারা সন্তানেরা রয়েছি আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা ও তাদের প্রয়োজনে সর্বদা পাশে থাকা। তারা যেন কোনোভাবেই আমাদের আচার-ব্যবহার দ্বারা কষ্ট না পায়। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে," তুমি এমন কোনো আচার-আচরন করো না, যাতে পিতা-মাতা কষ্ট পেয়ে 'উহ্' শব্দটুকু না করে।" অন্যদিকে পবিত্র গীতায় বলা হয়েছে, " পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহী পরমং তপঃ, পিতরী প্রিতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা," সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই মন্ত্র জপে বাবাকে স্বজ্ঞান করে শ্রদ্ধা করে থাকে। যেখানে পবিত্র গ্রন্থগুলো আমাদের বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল হতে নির্দেশনা দিয়েছে। যেখানে আমার-আপনার জীবনে বাবার এত সীমাহীন ভূমিকা রয়েছে, সেখানে কিভাবে আমরা আমাদের পিতা-মাতাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসি? বর্তমান পরিবারগুলোতে প্রতিনিয়ত তাই ঘটছে। পিতা-মাতাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো যেন আমারে কালচার হয়ে গেছে। এতে করে আমরা আমাদের হীন ও বিকৃত মন মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছি। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, পিতা-মাতারা হচ্ছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা মানেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া।

পবিত্র বাইবেলে পুরাতন নিয়মে লেখা রয়েছে, তোমরা কথায়-কাজে তোমার পিতাকে সম্মান কর, "যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে (বেনসিরা ২:৮)।" আমরা প্রত্যেকজন সন্তানেরা যেন বাবার প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বিশ্বস্ততার সহিত পালন করি। কারণ আমরাও একদিন না একদিন বাবা হবো। এখন যে মাপকাঠিতে তাদেরকে মেপে দিচ্ছি, সময় মতো আমাদেরও সেই মাপ কাঠিতে সমান ভাবে মাপা হবে। তাই আমরা যেন বাবাদের প্রতি আরো সচেতন হই এবং তাদের ভালোবাসা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। একমাত্র বাবাই সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। কারণ তিনি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আমরা যেন তাদেরকে ভক্তি, শ্রদ্ধা-সম্মান ও নিঃস্বার্থভাবে সেবা করি। সন্তান হিসেবে আজ আমরা অঙ্গীকার করে বাবাকে বলি, "বাবা, আমি তোমাকে ভালোবেসে সবসময় পাশে থেকে, তোমাকে ভালো রাখব।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
১. পবিত্র বাইবেল।
২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-২২, ২০১৮ এবং ২০২০।
৩ .উপদেশসমূহ।

১১ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

নিজ জীবনের জন্য আশীর্বাদ যাঞ্চনা করা। অন্যদিকে বাবার প্রয়োজনগুলো মিটানো। তিনি, নিজ জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই বাবাকে যত্ন নেওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া ও তার জন্য নিজ সম্পদ ও উপার্জন থেকে খরচ করা। সন্তান হিসাবে বাবা-মায়ের ভরণ পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ সন্তানের একান্তভাবেই কাম্য।

ঘ) শোভন আচরণ করা:- বাবার প্রতি আমাকে/আমাদের বিনয়ী হতে হয় ও শোভন আচরণ করা খুবই দরকার। বাবার প্রতি আমার আচরণ যেন রুক্ষ ও কর্কশ না হয়। সুতরাং বাবার সাথে উচ্চভাষায় কথা নয় বরং বিনয়ী ও কোমল ব্যবহার ও ভালোবাসার আচরণ করা, যাতে করে বাবা মনে কষ্ট না পায়। বাবাকে আমরা কখনোই যেন ধমক ও ধমকের সুরে কথা না বলি। বাবা-মায়ের ভরণ পোষণ নেওয়া যেমন জরুরী তেমনি তাদের সঙ্গে বিনয়ী ও কোমল ব্যবহার করা জরুরি ও দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

উপসংহার:- 'বাবা আমার বাবা; পৃথিবীতে বাবার মত আর আছে কে বা!' বাবা তুমি আছ আমার সত্ত্বাজুড়ে সকল কাজের প্রেরণা হয়ে। বাবা তুমি ধার্মিক ব্যক্তি, কেননা, তুমি তোমার পরিবারকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করতে সদা বিশ্বস্ত থেকে তোমার বিচক্ষণতায় ও প্রার্থনায় আমাকে/আমাদের সর্বদা আগলে রেখে তোমার আন্তরিকতা প্রকাশ করেছ। প্রনাম তব চরণে! তুমি নিজেকে অকপটভাবে উজাড় করে দিয়েছে পরিবার ও সন্তানের কল্যানে। বাবা; এই আছি, বেশ আছি' কারণ তুমি ছিলে, আছ ও থাকবে।

বাবা আমি তোমাকে ভালোবাসি

সিস্টার মেরী জ্যাকলিন এসএমআরএ

'বাবা কতদিন দেখিনা তোমায়' বিখ্যাত এই গানটি শিল্পী জেমস্ এর গাওয়া। গানটির সুরকার ও গীতিকার হলেন প্রিন্স মাহমুদ। সেই গানেরই কয়েকটি লাইন 'বিশ্ব বাবা দিবসে'তুলে ধরতে চাই।

বাবা কতদিন, কতদিন দেখিনা তোমায়

কেউ বলেনা তোমার মতো, কোথায় খোকা ওরে বুকে আয়

বাবা কত রাত, কত রাত দেখিনা তোমায়

কেউ বলেনা, মানিক কোথায় আমার ওরে বুকে আয়।

পৃথিবীতে আমার কাছে আমার বাবা সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মানুষ। বাবা আমার ছোট-বড় কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেনি। আমাদের দেশে প্রায় শতভাগ লোকই পিতাকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে 'বাবা'শব্দটিই বেশী ব্যবহার করে থাকেন। 'পিতা' শব্দের সমার্থক শব্দ গুলো হলো-জনক, জন্মদাতা, বাপ, পিতঃ, বাবা, আব্বা, আব্বাজান, পাপা, আব্বু, ড্যাড ইত্যাদি। 'বাবা' শব্দটিই সবার প্রিয় ও সর্বাধিক প্রচলিত। বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক হলো'রক্তের টান; স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে'। মাকে ছাড়া বাবা অথবা বাবাকে ছাড়া মাকে কল্পনাই করা যায়না। 'মা' ডাকটি অতিব মধুর ও সবচেয়ে প্রিয় একটি শব্দ। 'মা'শব্দের পর সবচেয়ে কাছের এবং অনেক বেশী আপন শব্দটি হলো'বাবা'। বাবা হলেন তিনিই "যিনি বাবা ডাকটি শুনার জন্য একজন মেয়েকে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ে করে থাকেন"। বাবা হলেন "যিনি তার স্ত্রীকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন"। বাবা তিনিই "যিনি তার সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করার পূর্বের সকল প্রস্তুতি আনন্দের সাথে নিয়ে থাকেন"। বাবা তিনিই "যিনি তার সন্তানের চাঁদ মুখটি সবার আগে দেখার জন্য হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের সামনে রাত-ভর জেগে থাকেন এবং সন্তানকে কোলে নিয়ে ঈশ্বরের মহিমা করেন। বাবা তিনিই "যিনি সন্তানের মুখ দেখে চোখের এক ফোঁটা জল ফেলেন"। বাবা হলেন এমন একজন ব্যক্তি; এমন একজন পুরুষ যাকে কোন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে গেলে হয়তো কম হবে। বাবা তাকেই বলি যিনি নিজের সবটুকু ভালবাসা, আদর-সোহাগ, যত্নদিয়ে তার সন্তানকে ছোট বেলায় হাত ধরে হাঁটতে শেখায়; সন্তান কাপড় ময়লা করে দিলে তার স্ত্রীকে না ডেকে নিজেই কাপড় পরিষ্কার করে দেয়। বাবা হলেন সেই ব্যক্তি 'যিনি অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সন্তানদের সাথে ফোনে একটু কথা বলে খোঁজ খবর নেন'। বাবা হলেন সেই পুরুষ 'যিনি তার ছুটির দিনের সবটুকু সময় তার সন্তানদের দেন'। বাবা হলেন'যিনি শরীর ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের মঙ্গলের জন্য অর্থ উর্পাজন করেন'; সন্তান অসুস্থ হলে মায়ের পাশাপাশি বাবাও বসে থাকেন সন্তানের কাছে। বাবা সন্তানকে সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়ে সন্তানকে পড়ালেখা শেখান। আমাদের জীবনে বাবা-মা দুজনেই যে কত ত্যাগস্বীকার করে থাকেন তা কল্পনাতীত। সন্তানের বেড়ে উঠার পেছনে বাবা-মার ত্যাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। সাধু যোসেফের পুরো জীবনটাই ছিল যীশুর নিকট নিবেদিত। সাধু যোসেফ হলেন নিরব পিতা যিনি যীশুকে কখনই তিরষ্কার বা কড়া কথা বলেননি। তিনি সবসময় সর্তকভাবে পথ চলেছেন। সাধু যোসেফ ছিলেন ঈশ্বর পিতার বাধ্য তাইতো স্বর্গদূতের সংবাদ পেয়ে তিনি শীতের রাতে মারীয়া ও যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে চলে গেলেন "ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন *(মথি ২: ১৩-১৪)*"। সাধু যোসেফের অন্যতম একটি গুণ হলো"প্রশ্নহীন পিতা" যা কখনোই বলা হয়না। এই গুণটি আমার একান্ত নিজস্ব রূপায়িত। সাধু যোসেফ কখনই কোন বিষয় নিয়ে মারীয়াকে বা যীশুকে কোন প্রশ্ন করেননি; এমনকি মন্দিরে যীশু যখন হারিয়ে গিয়েছিলেন তখনও তার কোন প্রশ্ন ছিলনা। "তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম" *(লুক ২:৪৮)*। সাধু যোসেফের মত বাবা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি হবেনা কোনদিন।

ধন্য সেই সন্তান যার বাবা সন্তানকে হাতধরে গীর্জায় নিয়ে যায়, খ্রিস্টীয় প্রার্থনা, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, নীতিশিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা দেয়। ধন্য সেই সন্তান যার বাবা তাকে ভাল মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। ধন্য সেই সন্তান যার বাবা সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। ধন্য সেই সন্তান যার বাবা দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে শিক্ষা দেয়। ধন্য সেই সন্তান যার বাবা সন্তানকে সত্য কথা বলতে; মিথ্যাকে বর্জন করতে শিক্ষা দান করেন। ধন্য সেই সন্তান যার বাবা তাকে ভালোবাসতে ও ভালোবাসার মানুষ হতে শিক্ষা দেয়।

বর্তমান বাস্তবতার দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে দেখব যে আমাদের অনেক সন্তানই বাবাকে বলে থাকে'কেন তুমি আমার জন্য দালান বাড়ি-গাড়ী, টাকা-পয়সা, জমি-জমা করে দাওনি। কি করেছ আমার জন্য? অনেকে বলে থাকে 'দেখ তার বাবা কত ভাল। সে তার সন্তানের জন্য সব কিছু করেছে'। আর তুমি আমার জন্য কিছুই করতে পারলেনা? অভাগা সেই সন্তান যে কিনা বাবাকে এই সব কথা বলে বাবার দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তবে দেখব, যে বাবা সন্তানের জন্য সব কিছু করে দিয়েছে কিন্তু সেই সাথে সে তার সন্তানকে প্রতিবন্ধীও করে তুলেছে। কারণ প্রতিবন্ধীরা কিছু করতে পারেনা বিধায় তাদের সব কিছু করে দিতে হয়। পার্থিব সম্পদ একদিন শেষ হয়ে যাবে আর প্রতিবন্ধী সন্তানও আর কিছু করতে পারবেনা। কারণ তার বাবা তাকে পরিশ্রম করতে শিক্ষা দেয়নি। আর যে বাবা তার সন্তানকে পরিশ্রম করতে শিক্ষা দিয়েছেন সেই সন্তান নিজের মতো করে সব কাজ করতে পারবে। তার কোন অভাব থাকবেনা; টাকা-পয়সারও অভাব হবেনা। প্রকৃত বাবা তিনিই যিনি সন্তানকে পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দিয়ে, সৎ পথে অর্থ উপার্জন করতে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন।

আজ বিশ্ব বাবা দিবস। বিশ্বের সকল বাবাকে জানাই অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও প্রার্থনা পূর্ণ শুভেচ্ছা। আমার বাবা আমাদের ছেড়ে পরলোকগত হয়েছেন ২৯ মে, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে। বাবাকে আমি খুব মিস করি। যতবার তুমিলিয়াতে যাওয়া হয় ততবারই বাবার কবরে মোমবাতি ও ফুল দিতে ভুল হয়না। আমি দেখেছি আমার বাবা ছিলেন সদা হাসি-খুশী, আনন্দপ্রিয়, উদার, দয়ালু, প্রার্থনাশীল, কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট-সহিষ্ণু, অতিথি পরায়ন মানুষ। বাবার কাছ থেকেই মানবীয় গুনাবলীর শিক্ষা লাভ করেছি।

ছোট একটা ঘটনা একবার বাবা-মা ও আমি বান্দুরা সেমিনারীতে যাচ্ছিলাম দাদাকে দেখতে। বান্দুরার উদ্দেশে ইছামতি নদীতে ফেরী আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে মাঝির কথামত আমার ছোট ডিঙ্গি নৌকায় গিয়ে উঠলাম। যখন নদীর মাঝখানে গেলাম দেখলাম বড় একটা লঞ্চ বিরাটকার ঢেউ তুলে আমাদের দিকে আসছে। ঢেউয়ের কারণে আমাদের বহনকারী ছোট নৌকাটি প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম। মাঝি ভয় পেয়ে বলছিল 'আল্লাহ রক্ষা কর' আইজ বুঝি

শেষ। আমরা ভয়ে চিৎকার করতে লাগলাম আর প্রার্থনা করতে লাগলাম। আমার বাবা তখন মাঝির হাত থেকে বৈঠা নিজের হাতে নিলেন এবং নৌকার দু'পাশে শক্ত করে চেপে ধরলেন, যেন নৌকাটা ডুবে না যায়। নদীর তীরের মানুষ গুলো আমাদের নৌকাটির দিকে তাকিয়ে ছিল আর বলছিল 'আল্লাহ বাঁচাও ওদের'। আর সত্যিই লঞ্চটি চলে যাওয়ার পর বাবা নিজেই নৌকা বেয়ে আমাদেরকে তীরে নিয়ে আসলেন। ঈশ্বরের দয়ায় বাবার মাধ্যমে আমার পরিবারটি সেদিন রক্ষা পেয়েছিল।

সেইতো প্রকৃত বাবা যিনি বিপদ-আপদে তার পরিবারকে ও সন্তানদের রক্ষা করেন। 'বাবা' শব্দটিকে নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতগণ আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার দৃষ্টিতে বাবা হলেন 'সন্তানের জীবনে আলোর মত' যে আলোতে সব অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। বাবা হলেন শক্ত একটি খুঁটির মত হাজার ঝড়-তুফান আসলে বাতাস সন্তানের গায়ে একটু আচঁড় পর্যন্ত লাগতে দেননা। আমার মনে পড়ে যখন আমি সিস্টার হয়েছি বাবা যে কত খুশী হয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা। প্রথম যেদিন আমি বাড়ি গিয়েছি সেদিন বাবা আমার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাড়ি যাবার পর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে সকালের নাস্তা করেছিলেন। নাস্তা শেষ করে বাজারের ব্যগটা নিয়ে বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে সবথেকে বড় ও সেরা মাছটা, মাংস, শাক-সবজি নিয়ে এসেছিলেন ও মায়ের সাথে হাত মিলিয়ে রান্না করেছিলেন। বাবার সেই ভালবাসাপূর্ণ দায়িত্ব গুলোকে খুব মিস করি। বাবার কথা যখন মনে পড়ে চোখের কোণে একরাশ অশ্রু অজান্তেই ঝড়ে পড়ে যায়।

বাবাকে নিয়ে আমার জীবনে অনেক স্মৃতি রয়েছে, রয়েছে নানা বিধ স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা। সবকিছু বলতে গেলে প্রচুর কাগজের প্রয়োজন কিন্তু রয়েছে সীমাবদ্ধতা। আমার বাবাকে নিয়ে 'বিশ্ব বাবা দিবসে' ছোট লেখাটি পাঠক মনে হয়তো রেখাপাত করবে। আমার মত যারা বাবা হারা তারা সময় পেলে বাবার কবরে একটু যাবেন, বাতি জ্বালাবেন ও ভালবাসার প্রকাশ স্বরূপ একটি ফুল দিবেন। বাবার প্রতি যদি কোন অভিযোগ বা রাগ থাকে তবে ক্ষমা চাইবেন। বাবার কবরের মাটি ছুঁয়ে বলবেন 'বাবা আমি তোমাকে ভালোবাসি; বাবা সত্যিই তোমাকে আমি খুব ভালবাসি; সব সময় তোমাকে মিস করি, তোমার আদর, ভালবাসা নিয়ে নাম ধরে ডাক দেওয়া খুব মিস করি'। বাবা তুমি স্বর্গে থেকে তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ করব ॥

বাবা মানে এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ।

বাবা মানে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে অধ্যায়ে থাকে আদর, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, বিশ্বাস-আশা ও নির্ভরশীলতা। সন্তানের কাছে বাবা অনেক মূল্যবান, আদর্শ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাবাকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের জীবন কল্পনা করতে পারিনা। এ জন্য অতি সহজেই বলতে পারি, একজন ভাল বাবা মানে হল সেই, যার সাথে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায় এবং পরস্পরের মাঝে সহভাগিতা করা যায়, বিপদে-আপদে সর্বদা কাছে ও পাশে পাওয়া যায়। তাই প্রত্যেক সন্তানের কাছে বাবার সর্ম্পক হচ্ছে একটি আত্মার সর্ম্পক, একটি মধুর সর্ম্পক। আর এর উৎস হল হৃদয়, যে হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় পূর্ণ।

ভালোবাসার কথা যদি বলি তাহলে বলব যে, ভালোবাসার অপর নাম বাবা। বাবার তুলনা বাবা নিজেই। সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাবা নিঃস্বার্থভাবে নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে সবকিছু দিতে প্রস্তুত থাকেন। বাবা পাশে থাকলে সন্তানের কোন বিপদ-আপদ, অমঙ্গল আসতে পারে না আর বিপদ আসলেও মোকাবেলা করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কিংবা অভিযোগ কোন কিছুই তাকে দায়িত্ব থেকে পিছুপা হতে দেয়না। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন। সন্তানের কাছে বাবা যেন এক বটবৃক্ষের ন্যায়। পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন সন্তানের পাশে ছায়া হয়ে থাকে। বাবার ছায়াতলে প্রত্যেক সন্তান নিরাপদে, যত্নে থাকে। সুখের সময়ে বাবাকে যেমন পাশে পাই তেমনি দুঃখের সময়েও আমরা পাশে পাই। সীমাহীন শূণ্যতা ও নিত্যান্ত অসহায়বোধের সময়ও বাবার উপস্থিতিতে সন্তান ফিরে পায় অফুরন্ত আনন্দ ও আশার আলো। এজন্য প্রত্যেক সন্তানের কাছে বাবা সবার শ্রেষ্ঠ, এক বিশাল পৃথিবী এবং নির্ভরতার প্রতীক।

অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোতে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার দু'চোখ দিয়ে আমি তাই দেখেছি। আর তাই তো বাবার কথা মনে পড়লেই চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে দুরন্তমনা সেই ছোট বেলার হাজারো মধুর স্মৃতি। স্মৃতি বিজড়িত সেই দিনগুলো আজ হীরক খণ্ডের মত যেন মনের পর্দায় জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে। এই তো সেই দিনগুলোর কথা, যেদিন বাবার হাত ধরে হাটি হাটি-পা পা করে হাঁটতে শিখেছি, আধো আধো মুখে বাবা ডাকটি ডাকতে শিখেছি, বাবার কাঁধে উঠেই প্রথম গ্রাম ঘুরেছি, বাড়ির আঙ্গিনায় বসে বসে জ্যোৎস্না রাতে আকাশের তারা গুনেছি, বিছানায় শুয়ে রূপকথার গল্প শুনেছি আর ছড়া, কবিতা বলতে বলতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। আজ বাবা দিবসে স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠছে বাবার সাথে ফেলে আসা সেই মধুর দিনগুলোর কথা, মনে পড়ছে তার সান্নিধ্য ও ভালোবাসার কথা। এজন্য জীবন চলার পথে বাবা আমার ভরসা,পথ প্রদর্শক, অন্ধকারে আশার আলো, আদর্শ ব্যক্তি, এক অনুপ্রেরনার গল্প, এক সাহসের গল্প। আজ বাবা দিবসে, বাবা তোমাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। মনের অজান্তেই খুব মনে পড়ছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী মজুমদারের গাওয়া এই গানটি -

"কাটে না সময় যখন আর কিছুতে, বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না,
জানালার গ্রিলটাতে ঠেকায় মাথা, মনে হয় বাবার মত কেউ বলে না
আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়.....।"

বাবা দিবসে, প্রত্যেক সন্তানের কাছে অনুরোধ, আমরা যেন বাবাদের সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মর্যাদা দিতে শিখি। বাবাদের শ্রমের ফল আমরা যেন দিতে পারি। একই সাথে আজ, বাবা দিবসে- পৃথিবীর সকল বাবাদের জানাই অজস্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। প্রত্যেক সন্তানের বাবাই সুখে থাকুক, ভাল থাকুক, আনন্দে থাকুক এই কামনা করি।

এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল 'বাবা'

তেরেজা পেরেরা (মনি)

গভীর রাত। সময় ঠিক ১২টা। হঠাৎ করে টেলিফোন বেজে উঠার শব্দে সানদ্বীপ সাহেবের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। রিসিভ করেই কিছু বলার আগেই অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল- Happy Father's Day. সানদ্বীপ সাহেবের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এ তারই মেয়ে শ্রুতি। শ্রুতি শহরে থাকে পড়াশোনার জন্য। বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন শ্রুতি অনেক বড় ডাক্তার হবে। তাই তো ভাল পড়াশোনার জন্য তাকে শহরে থাকতে হচ্ছে। সানদ্বীপ সাহেব গ্রামের এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়েই তাদের ছোট সংসার। শ্রুতি তার বাবা-মাকে অনেক ভালোবাসে। বিশেষ করে সে তার বাবাকে আজকের দিনে অনেক স্মরণ করছে। কারণ, আজ বাবার দিন। অর্থাৎ বাবাদের দিবস। মাদার্স ডে নিয়ে যতটা হইচই হয় ফাদার্স ডে নিয়ে কিন্তু ততটা হয়না।

শ্রুতি যে মেডিকেলে পড়াশোনা করে সেখানে বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রুতি বাবাকে নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যথারীতি তাকে মঞ্চে আহবান জানানো হয়। শ্রুতি শুরুতে পৃথিবীর সকল বাবাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানায়। তারপর সে বলে আমার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। প্রত্যেক সন্তানের কাছে এ কথা সত্য।

আমার বাবা একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক। তিনি সবর্দা অন্যকে দিয়ে গেছেন। নিজের সুখের কথা, আরামের কথা কখনো চিন্তা করেননি। আমি পরিবারের প্রথম সন্তান বলে বাবা-মায়ের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমার বাবা একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি। বাবা আমাকে সবর্দা ন্যায়ের পথে চলতে সাহায্য করেছেন। আমি কোনো ভুল করলে, বাবা কখনো আমার সাথে রাগ বা উচ্চস্বরে কথা বলতেন না বরং ধৈর্য্য নিয়ে আমাকে আমার ভুলটা দেখিয়ে দিতেন ও আমাকে বুঝাতেন।

সেই ছোট বেলায় কোন এক সময় তার হাত ধরে প্রথম হাঁটতে শেখা। গায়ে একটু জ্বর এলেই দুশ্চিন্তায় তাঁর রাতে ঘুম উড়ে যায়। সারাক্ষণ আমার, আপনার চিন্তাতেই ব্যস্ত। আমি, আপনি কী করে ভালো থাকবো, কী খেতে ভালোবাসি- দেখে দেখে ঠিক সেই জিনিসটাই বাজার থেকে আনেন। আমার, আপনার ভবিষ্যৎ কীভাবে সুরক্ষিত হবে সেই প্ল্যানিং করা। মন খারাপের সময় পাশে বসে সান্ত্বনা দেওয়া। জীবনের কঠিন সময়ে এই সাহসটা দেওয়া, হ্যাঁ, তুই-ই পারবি। একমাত্র তুই পারবি, এই মানুষটাই আমাদের জীবনের স্থপতি। বাবা একটা ডাক। আমার, আপনার, সবার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই আজকে এই দিনে নিজেকে প্রশ্ন করি বাবা না থাকলে রাগ অভিমান করতামই বা কার উপর? বছরের ৩৬৫ দিন তিনি সবাইকে দিয়েই রেখে দিয়েছেন- প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধব, দাদা-দিদি। চলুন, একটা দিন আমি, আপনি, সবাই তাঁকে অন্তত এইটুকু অনুভব করানোর চেষ্টা করি যে, তিনি আমাদের কাছে ঠিক কতটা দামী। শ্রুতি তার বক্তব্যের পর কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে একটি গান পরিবেশন করে। গানটি হল- *'বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা'*------। গানটি শেষ করে শ্রুতি বলেন- আজ বিশ্ব বাবা দিবসে সকল বাবাদের প্রতি আবারও জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। ভালো থেকো পৃথিবীর সকল বাবারা। Happy Father's day! I miss you baba.

বাবা

লিও আন্তনী চাম্বুগং

মনে প্রাণে ভালোবাসি
কিন্তু বলতে পারাটা যেন দুর্বলতা,
তোমায় অনেক ভালোবাসি
এটাই আমার সত্যতা।
মনে প্রাণে হৃদয়ে আমার
বিশাল স্মৃতিতে ভরা,
তুমি আমার কাছে সেরা।
মনে পড়ে সেই দিনের কথা
আমার জীবনের প্রথম হাঁটা,
তুমি আমায় শিখিয়েছিলে,
রয়ে গেছে হৃদয়ে গাঁথা ॥

খোলা চিঠি

স্বর্গীয় বাবাকে

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

১. বাবা তুমি কেমন আছো?
জানি তুমি খুব ভালো আছো,
ভালো তো থাকবেই বলো
ভালোবাসার বন্ধন ছিঁড়েই যে চলে গেলে।
২. জানো তো বাবা, তোমার এ চলে যাওয়া
হঠাৎ তোমার নীরবতা, গম্ভীরতা, মায়া
জড়ানো মুখ
আজো ভেসে ওঠে মনের মণিকোঠায়
কুকঁড়ে থাকি, মন কেঁদে ভাসে।
৩. কেন এমনটা হলো? বলতে পার?
হয়ত তুমি জেনেছিলে চলে যাবে তাই না?
তাই তো মায়ায় জড়িয়েছ সকলকে
আবার বাঁধনটাও ছিঁড়ে দিয়েছ
ওপারে চলে গিয়ে।
৪. বাবা, জানো তো তোমায় ভুলতে পারি না
তোমার কথা মনে হলে বুকটা ফেটে যায়,
তোমার কথা ভেবে হৃদয় হয় উতালা
পারছি না মেনে নিতে তোমার এ যাওয়া।
৫. শূণ্য কবরে তোমার নিথর দেহখানি
হয়ত এতদিনে গলে পঁচে শেষ হয়ে যাচ্ছে,
ভাবলেই বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যায়
শূণ্যতা গ্রাস করে।
৬. বাবা আজ কতোদিন ডাকি না তোমায়
সুযোগ পেলেই দিতাম ফোন,
ফোনটি ধরতে তুমিই আগে
বলতাম বাবা কেমন আছ?
তুমি হেসে উওর দিতে, ভালো আছি
তুই কেমন আছিস।
৭. বাবা গো, শূণ্য বুকে মনে হয়
কত অসহায় আমি,
বাবা নেই তো তাই বলতে পারছি
বড্ড অভাগা আমি।
৮. এখন কি হয় জানো বাবা?
মাকে ফোন দিলে ভেসে ওঠে সেভ বাবা,
মনে হয় বলবে তুমি হ্যালো
কিন্তু না ওই শব্দ আসে না আর কানে।
৯. বাবা তুমি ভালো থেকো ওপারে
পারলে এসো একটি বার,
দেখা দিয়ে যেও
অপেক্ষায় থাকব কিন্তু, এসো কিন্তু বাবা
ভুলে যেও না তোমার এই
অবুঝ মেয়েটাকে।

আদনানের কুরবানী ঈদ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আজ ঈদ! সেই ভোর সকাল থেকেই সাজসাজ রব! চারদিকে উৎসবের আমেজ। বাড়ির একমাত্র ছোট্টসদস্য আদনান আজ খুব ভোরেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। গত রাতেই তার আব্বু-আম্মু রফিক চাচ্চু রিমিফুপি দাদুদাদী তাকে বলে রেখেছে- আগামীকাল মজারঈদ! তাই সবার মত তাকেও সকাল সকাল উঠতে হবে। খুব আনন্দ হবে। হইহুল্লোড় হবে। ঈদের আনন্দে সবার সাথে তাকেও সামিল হতে হবে। গতকাল আদনানদের বাড়িতে এই নতুন অতিথি এসেছে। বাইরের রান্নাঘরের লাগোয়া ছোট আমগাছটার পাশে গলায় দড়ি বাধা বিমর্ষ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তার সামনে কিছু খড়কুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেদিকে তার নজর নেই। অপলক চাহনিতে তাকিয়ে আছে সে। দু'চোখেরকোণে পানিও দেখা যাচ্ছে। আদনানকে তার রফিক চাচ্চু বলল, এই গরুটাকে কাল ঈদের দিন জবাই দেয়া হবে।

আদনান শিশুসুলভ ভঙ্গিতে তার চাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, চাচ্চু জবাই কী?

চাচ্চু বলল, জবাই হচ্ছে এই গরুটাকে কাটা হবে। কোরবানি দেওয়া হবে।

-আচ্ছা চাচ্চু, ওর নাম কী?

-তুমিই বল সোনা, ওর নাম কী।

-ওর নাম মাসুম!

-বা! সুন্দর নাম দিয়েছ তো!

-চাচ্চু মাসুমকে কী দিয়ে কাটা হবে?

-ছুরি দিয়ে। চাপাতি দিয়ে।

-মাসুম ব্যথা পাবে না?

-হ্যাঁ তা তো পাবেই।

-তবে কেন তোমরা তাকে কাটবে?

-হ্যাঁ। কোরবানি ঈদ তো। তাই তাকে কাটা হবে।

-রক্ত বেরোবে না?

-তা তো বেরোবেই। অনেক রক্ত।

-আচ্ছা, মাসুম কাঁদবে না?

-তা তো কাঁদবেই। আজও সে কাঁদছে। আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই সে কাঁদছে। দেখ তার চোখে পানি।

- আমার চোখেও পানি আসছে চাচ্চু!

-না সোনা। তুমি কাঁদবে কেন? দেখ আমি তো কাঁদছি না। আমরা কাঁদব কেন?

-কেন তুমি কাঁদছ না? আব্বু আম্মু তারা সবাই কাঁদছে না কেন?

-আমাদের মতো সবাই কুরবানী দেয়। কিন্তু কাঁদে না।

-কিন্তু আমি কাঁদব ।

-না সোনা। তুমি কেঁদ না।

-আচ্ছা আমি কাঁদব না। চাচ্চু তুমি কী দিয়ে কাটবে?

-আমার একটা ছুরি আছে। সেটা দিয়ে।

-তাহলে আমাকেও একটা ছুরি দাও।

-তুমিও কাটবে নাকি?

-হ্যাঁ ঠিক তোমার মতো।

-ঠিক আছে সোনা। কাল সকালে নামাজ থেকে বাড়ি এসে আমরা সবাই মিলে এই ওকে কাটবো।

-আমার ছুরি কোথায় চাচ্চু?

-এসো। তোমাকে দেখাচ্ছি।

চাচ্চু রান্নাঘর থেকে একটা পেঁয়াজ আলু কাটার নতুন ছোট ছুরি এনে আদনানকে দেখিয়ে বলল, এই যে এটা তোমার ছুরি।

-এটা দিয়ে আম্মু ফুফি তো পেঁয়াজ কাটে।

-না সোনা। এটা একেবারে নতুন একটা ছুরি। তোমার জন্য কিনে এনেছি। তুমি ছোট তো। তাই তুমি এই ছোটটা দিয়েই কাটবে।

-আমি বড় হলে কি আমার জন্য একটা বড়ছুরি হবে?

-হ্যাঁ। তুমি যখন আমার মতো বড় হবে, তখন তোমার জন্য একটা ইয়া বড়ছুরি হবে। সেটা দিয়ে তুমিও গরু কাটবে।

-কী মজা! কী মজা!

আজ ঈদের দিন। তাই আদনান সকাল সকাল উঠে পড়েছে। তার আগেই তাদের বাড়িটা জেগে উঠেছে। সারা বাড়িময় টানা টুংটাং ঠুসঠাস শব্দ। হাসি কাশির শব্দ। লোকজনের পায়ের শব্দ আদনানদের বাড়িটাকে সরগরম ক'রে রেখেছে। পাশের বাড়িগুলোর অবস্থাও তাই। শিশুরা চিৎকার হইচই করছে। কান্নাকাটিও করছে। তারাও বোধকরি আদনানের মতো গরু কাটবে ব'লে, ছুরি চাইছে।

আদনান তার চাচ্চুর ঘরে যায়। চাচ্চু কী যেন করছে।

-চাচ্চু আমার ছুরি কোথায়?

-আছে।

-দাও ওটা।

-এখন না সোনা। প্রথম আমরা মসজিদে যাবো। নামাজ পড়বো। বাড়ি আসবো। তারপর।

-ও আচ্ছা।

-তুমি তোমার ঈদের জামা দেখেছ?

-হ্যাঁ। আম্মু দেখিয়েছে। জানো চাচ্চু, আমার জামা অনেক সুন্দর!

-হ্যাঁ অনেক সুন্দর। আর কী দেখেছো তুমি?

-আর জুতো।

-হ্যাঁ। সেটা আমি তোমার জন্য কিনেছি।

-হ্যাঁ। চাচ্চু তুমি অনেক ভালো!

-তুমিও অনেক ভালো সোনা! তা কেউ কিছু দিলে কী বলতে হয়?

-থ্যাংকু।

-হ্যাঁ আমাদের আদনান সোনা! তুমি অনেক লক্ষ্মী! তুমি অনেক বড় হও, এই দোয়া করি।

-তোমাকে আবার থ্যাংকু চাচ্চু!

-কেন? আবার থ্যাংকু কেন?

-ওই যে তুমি আমার জন্য ছুরি কিনে এনেছ!

-ও তাই?

-হ্যাঁ তোমাকে অনেক থ্যাংকু।

- তোমাকেও অনেকে থ্যাংকু আদনান সোনা!

আদনান তার চাচ্চুর দাদুর ও আব্বুর সাথে মসজিদে গেল। পরনে তার নতুন জামা। পায়ে নতুন জুতোমোজা। মাথায় একটা নতুন টুপিও! বাড়ির সকলের চেয়ে তাকেই বেশি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে! সবাই তাকে দেখে খুব খুশি হল। দাদি আম্মু রিমি ফুপি মাথায় হাত রেখে আদর করল তাকে। গালে চুমু দিলো।

মসজিদে যেয়ে আদনান তার মত বয়সী অনেক শিশুকে দেখেছে। তাদের পরনেও ঝলমলে নতুন জামা মাথায় টুপি। পায়ে রঙিন জুতো সে কয়েকজনকে চিনতেও পেরেছে। কারও কারও সাথে তার কথাও হয়েছে। তারাও তার সাথে হাত মিলিয়ে 'ঈদ মোবারক' বলেছে। সেও তাদের সাথে খিলখিল ক'রে হেসেছে। এত কিছু ছাপিয়েও একটি বিষয় তাকে আরও বেশি আনন্দিত ক'রে রেখেছে। আর তা হল, তার একটা নতুন ছুরি হয়েছে। আর সেটা দিয়ে সে তার চাচ্চুর মতো বাড়ির ওই অতিথি মাসুমকে কুরবানি দেবে। তাই সে তার পরিচিত বন্ধুদের বলেছে, জানো। আমার চাচ্চু অনেক ভালো। সে আমার জন্য একটা নতুন ছোটছুরি কিনে এনেছে। আমি তো ছোট তাই। সেটা দিয়ে আজ আমি আমাদের মাসুমকে কুরবানি দেব।

শুনে আদনানের বন্ধুরা তেমন খুশি হতে পারেনি। তাদের নতুন ছুরি হয়নি। তারা আদনানের মতো কুরবানি দিতে পারবে না! তাদের কেহ কেহ বলল, তারাও আদনানের মত কোরবানি দিতে চায়। তারা বাড়িতে যেয়ে বলবে আদনানের কথা। ছুরি হয়েছে ব'লে এই কোরবানি ঈদে আদনান অনেক খুশি হয়েছে। আদনানের মতো তারাও খুশি হতে চায়।

ঈদের জামাত শেষে চাচ্চুর হাত ধ'রেই আদনান মসজিদ থেকে বাড়ির পথ ধরল। তার অনেক তাড়া। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়। বাড়ি গিয়েই সে তার ছুরিটা নেবে।

বাড়ি যেয়ে আদনান দেখে বেচারা মাসুম আমগাছের নিচে সেই আগের মত দাঁড়িয়েই আছে। সে আদনান আর চাচ্চুর দিকে তাকাল। লেজ নেড়ে গায়ের মাছি তাড়াল। আদনান দেখল কালকে যা খাবার সামনে দেয়া হয়েছিল, সেগুলো ওভাবেই প'ড়ে রয়েছে। কিছুই খায়নি মাসুম! তার দু'চোখ থেকে এখনও পানি পড়ছে!

বাড়ি ভরা লোকজন। বাইরে থেকে আরও কয়েকজন এসেছে। আদনান তাদের চেনে না। তারা ব্যাগ ভ'রে ছুরি চাপাতি এনেছে। বারান্দায় বসে আব্বু আর দাদুর সাথে তারা কথা বলল। চা খেল। সেমাই আর মিষ্টি খেল। তারপর তারা একে একে বাইরে আমগাছতলায় গেল। আদনান তার চাচ্চুর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। চাচ্চু অনেক ব্যস্ত। মোবাইলে কার সাথে কথা বলছে। আর এটা সেটা করছে। থামছেই না!

-আমার ছুরিটা দাও চাচ্চু। আমিও সেখানে যাবো।

চাচ্চুর কাছে নতুন ছুরিটা চাইল আদনান।

-একটু পরে সোনা। তারা আগে গরুটাকে শোয়াবে...।

- তুমি ওকে গরু বলছ কেন?

-আচ্ছা সোনা। ওকে আমি মাসুম বলব।

-ওরা মাসুমকে শোয়াবে কেন? তারা কীভাবে শোয়াবে?

-দড়ি দিয়ে বেঁধে, বাঁশ দিয়ে মাসুমকে শোয়াবে। তারপর আল্লাহু আকবার ব'লে ওর গলা কাটবে।

-আমিও আমার নতুন ছুরি দিয়ে গলা কাটবো।

-হ্যাঁ সোনা। তুমি ওখানে গিয়ে দাদুর হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখ। আমি আসছি।

আদনান দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে দেখল তার দাদু ও আব্বু গরুটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে দাদুর হাত ধরে দাঁড়ালো।

অপরিচিত লোকেরা মাসুমের কাছে গেল। আদনান দেখল, মাসুমকে কী জোর জবরদস্তি ক'রে মাটিতে শোয়ানো হল! ওর চার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর বাঁশ আড়াআড়ি ক'রে, লোকেরা সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। ইস! বেচারা মাসুমের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে! গলায় কেমন গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে! আর মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসছে। দেখে আদনানের অনেক কষ্ট হল। দু'চোখ বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

-দেখ দেখ দাদু! এখন কুরবানি হচ্ছে। আল্লাহু আকবর! তুমিও বল আল্লাহু আকবর।

দাদুর সাথে আদনানও 'আল্লাহু আকবর' বলল।

আদনান দেখল লোকগুলোর কেউ মাসুমের মাথা শক্ত করে ধরেছে। একজন 'আল্লাহু আকবর' বলে বড় ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলল। কাটাগলা থেকে ফিনকি দিয়ে লালরক্ত বেরিয়ে আসছে। সেই রক্ত ছিটকে লোকগুলোর গায়ে এসে লেগে যাচ্ছে! আর মাসুমের রক্তাক্ত শরীর ছটফট করছে! সে তার পাগুলো ছুঁড়তে চাইছে। তাজা লালরক্তে পুরো আমগাছতলা রঙিন হয়ে উঠেছে! বেচারা মাসুমের কষ্ট দেখে আদনানের বুকটা দুরুদুরু করছে! তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আদনান দেখল চাচ্চু ও তার ছুরি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকগুলো মাসুমের গায়ের চামড়া কেটে নিচ্ছে! ওরা খুব তাড়াহুড়া করছে। ঝটপট চামড়া আলাদা করে ফেলল ওরা। রক্তাক্ত চামড়াটা বাইরের টেবিলের উপর রেখে দিলো। তারপর তারা ছুরিতে ছুরি ঘ'ষে ধার দিল। বেচারা মাসুমের চামড়াবিহীন শরীরে চকচকে ধারালছুরি চালাল। তার পেট কাটল। পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, হাত দিয়ে সবই টেনে আনল। আদনান আগে কখনও সরাসরি কুরবানি হতে দেখেনি। এবারই প্রথম!

দেখতে দেখতেই মাসুমের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! তার মাথাটা, পাগুলো, শরীরের বাদবাকি অংশ সবই আলাদা হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল! আম গাছ তলায় বড় বড় প্লাস্টিক বিছানো হল। সবগুলো টুকরো সেখানে রাখা হল। আব্বু চাচ্চুও হাত চালাল। আদনান দেখল, চাচ্চুও লোকগুলোর মত বসে মাসুমের শরীরের অংশ কাটতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে তার গায়ের জামা ও ওই লোকগুলোর জামার মত রক্তলাল হয়ে উঠেছে।

-দাদু আমিও মাসুমকে কাটবো তো!

আদনান তার দাদুর হাত ধ'রে টানতে থাকে।

-হ্যাঁ দাদু তুমিও কাটবে।

মাসুমের পিঠে হাত বুলান দাদু।

-তো আমার ছুরি দাও। ওরা কে দাদু?

-ওরা কসাই।

-ওরা কসাই কেন?

-ওরা গরু খাসি জবাই দেয়। এ জন্যই ওরা কসাই।

-আমিও ওদের মত কসাই হব।

-আগে তুমি বড় হও। লেখাপড়া কর।

-কসাই হতে লেখাপড়া লাগে বুঝি?

- না দাদু। কসাই নয়! লেখাপড়া ক'রে তুমি হবে বিরাট বড় ডাক্তার।

- হ্যাঁ দাদু। আমি ডাক্তার হবো।

দাদুর হাত ছেড়ে আদনান ছুটে যায় চাচ্চুর কাছে।

-চাচ্চু, তোমার মত আমার জামায় রক্ত নেই কেন?

-আমি তো গরু কাটছি তাই।

-আমিও তোমার মত কাটবো। আর আমার জামায় অনেক রক্ত হবে।

-এই নাও তোমার ছুরি!

চাচ্চু আদনানের হাতে ছোট ছুরিটা ধরিয়ে দিল।

-এসো তুমি মাসুমের কাছে।

আদনান স্থির দাঁড়িয়ে।

-না চাচ্চু! আমি মাসুমকে কাটবো না! আমার খুব কান্না পাচ্ছে! সত্যি আমার কান্না করতে ইচ্ছে করছে!

-ঠিক আছে সোনা। তুমি কেটো না। তোমার ছুরিটা আমাকে দাও। দাদুর পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখ।

দাদু তাঁর লম্বা মেহেদি রঙিন দাঁড়িতে হাত বুলালেন। তিনি আদনানকে কোলে টেনে নিলেন।

-আমার দাদু ডাক্তার হবে, তাইনা দাদু?

রফিক এগিয়ে এসে, নিজের হাত দিয়ে আদনানের জামায় কিছুটা রক্ত লাগিয়ে দিল।

-না চাচ্চু! রক্ত আমার ভালো লাগে না! আমি মাসুমকে অনেক ভালোবাসি!

দাদু বললেন, দাদু, বলো ঈদ মোবারক! এবার একটু হাসো! দেখ সকলেই হাসছে।

চাচ্চু তার হাতের ছুরি উঁচু ক'রে 'ঈদ মোবারক' ব'লে চিৎকার ক'রে ওঠে। আদনান তার দু'হাত উঁচু ক'রে চাচ্চুর মত 'ঈদ মোবারক' ব'লে।

মাসুমকে কাটায় ব্যস্ত কসাইরা আদনানের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, 'ঈদ মোবারক!'

ততক্ষণে আদনানদের বাড়িতে তুমুল শব্দ ক'রে 'কোরবানি কোরবানি কোরবানি...' চটুল গান বেজে ওঠে।

"ভালোবাসার বন্ধন"

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

ভালোবাসার বন্ধন এমনই এক বন্ধন যাকে চাইলেও ছিড়েঁ বা মুছে ফেলা যায় না। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা সবাই ক্ষনিকের অতিথি। এই অসীম- সসীমের মাঝে আমরা তাই তো একেকজন একেকরকম, ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নতা নিয়ে সুন্দর ধরাতলে বিদ্যমান। এমনই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল অধরাদের পরিবার।

অধরা একটি ছোট মেয়ে। পরিবারে মা- বাবার পরিপূর্ণ ভালোবাসায় ছোট অধরা বেড়ে উঠতে থাকে। সাদা- মাটা মধ্যবিও পরিবার। বাবা প্রথম জীবনে শিক্ষকতার কাজ করলেও পরে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীতে অফিসে অধরার বাবা সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন।

হ্যাঁ, সবকিছুর মাঝে বলাই হয়নি, অধরার পরিবার অনেক বড়লোক ছিল না তবে তাদের সুখী পরিবার ছিল। মা-বাবা ধর্মভীরু প্রাণ ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোজারী মালা হতো। অধরা মা-বাবার মধ্য দিয়েই প্রার্থনা চালানো, গান শিখা, বাইবেল পাঠ এমনকি অনেক প্রার্থনা মুখস্ত ছাড়াই করতে পারত। ধীরে ধীরে অধরা মা- বাবার সৎ ও সুক্ষ্ম চিন্তা, মননশীল গঠন এবং প্রাত্যহিক অনুপ্রেরণায় বেড়ে ওঠা অধরা নিজের সর্ম্পকে, পরিবার সর্ম্পকে ভাবতে শিখে এমনকি এটাও বুঝতে শিখে পরিবারের কি ভাল কি মন্দ। তাছাড়া বলতেই হবে যে, অধরা তার বাবার সাথে একটা আলাদা ভাবই ছিল কারন ছুটির দিনে অধরা ও তার ছোট বোন নীড়া বাবার দু'পাশে শুয়ে শুয়ে অনেক রূপকথার গল্পসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা সহভাগিতা, গান শেখা, এগুলো বাবার থেকেই শিখত।

ও হ্যাঁ, আর একটা কথা, অধরার খুব শখ ছিল গান শিখবে। পাশের বাড়ির বান্ধবী সৌমি গান শিখত আর প্রতিদিন অধরা ভাবত ইস, আমি যে কবে এমন সুযোগ পাব। তাই অধরা বাবাকে বলত- বাবা আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিবে? আমিও গান শিখব। বাবা বলতেন কিনে দিব, টাকা জমিয়ে নিই তারপর কিনে দিব। এভাবে দিন যায় মাস যায় ছোট অধরা অপেক্ষা করে থাকে বাবার হারমোনিয়াম কিনে দেবার আশায়।

জান তো বন্ধুরা, অধরার বাবার কষ্ট হলেও একটা সুন্দর হারমোনিয়াম কিনে দেন। সেদিন কি হয়েছিল জানতে চাও শোন তাহলে----অধরা ঘুমিয়েছিল আর সেদিন রাত ১২টায় অধরার বাবা তাকে জাগিয়ে তুলেন আর বলেন দেখ মা কি এনেছি- অধরা কত যে খুশি হয় তা এই লেখায় হয়ত ততটা প্রকাশ পাবে না কিন্তু বলাই যেতে পারে যে, সেদিন অধরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং রাতেই না বুঝেই তাল- লয়- সুর ছাড়াই সা রে গা মা পা দা নি র্সা বাজিয়েছিল। আসলে এত কথা বলার মানেটা কি? বুঝা গেল তো? সত্যি বলতে ভালোবাসা যখন পরিপূর্ণ হয় তখনই মানুষ ভালোবাসার চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। ধন- সম্পদ, বাড়ি গাড়ি থাকলেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। প্রকৃত সুখ তখনই হয় যখন সেখানে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা থাকে। ভালোবাসার বন্ধন থাকলে কোন অভাব সেটা ছুতেঁ পারে না এমনকি নষ্ট ও করতে পারে না।

এসো ভালোবাসার রাজ্যে বাস করি। হিংসা- বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরে প্রেম করি। অহম বোধ ভুলে ন্যায়ের রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হই। প্রেমের এক মিলন সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হই।

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা

এলেক্স মাথিয়াস গমেজ

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা
জাগায় মনে রঙিন আশা
দূর হয়ে যায় সব নিরাশা।

যিশু হৃদয়ের আলো
ঘুচায় প্রাণের অন্ধকার কালো
মনের দুঃখ হয় ভালো।

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা অপার
নাই যে কোনো সীমানা তার
ভালোবাসার দ্বারাই খুলিলেন স্বর্গদ্বার।

যিশু তোমার কাছে করি এই প্রার্থনা
খুঁজে পাই যেন,
ভালোবাসার সীমানা
করি হে মোরা অশেষ যাচ্না।

রাখো হে মোদের
তোমার ভালোবাসায়
বাস করব মোরা
তোমার অশেষ কৃপায়।

প্রকৃতি

সংগ্রামী মানব

এ বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি
নতুন রুপে সাজিয়েছ যারে,
তুমি তো মহান ঈশ্বর প্রভু ।

কী রুপে, কী গুণে তোমার তুলনা হয় বৈকী?
সর্বপ্রাণীকূল স্বাধীনভাবে উপকারভোগী।
ক্লান্ত শ্রান্ত পথিকেরা ছুটে চলে তোমারই নীড়ে,
খুঁজে ফিরি প্রশান্তি তোমারি তরে।

চির বরেন্য সবুজে সমাদৃত
যখনই যাই তখনই খুঁজে পাই
চিরন্তন ভালোবাসা।

অবুঝ মোরা মানবেরা
লোভ-লালসার বেড়া জ্বালে
ধ্বংস হচ্ছ মানবের দ্বারে,
তবুও সীমাহীন তোমার ভালোবাসা
স্মরণে আছে তো?
তুমি বাঁচলে বাঁচবে মানব
বাঁচবে মানবতা।

কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ এর সেক্রেটারী জেনারেলকে কারিতাস বাংলাদেশ-এর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: ৪ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনদিনের এক সফরে বাংলাদেশে আসেন কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যালিস্টার ডাটন। এই সময় তিনি মিরপুরে কারিতাসের ড্রপ-ইন সেন্টার, নিরাপদ নগর প্রকল্পের কার্যক্রম ও দুইটি ট্রান্সিট অফিস-মট্স ও কোর-দি জুট ওয়ার্কস পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কক্সবাজারে কারিতাস বাংলাদেশ কর্তৃক মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য পরিচালিত কারিতাস এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কক্সবাজারে তিনি অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জনাব শামসুদ দৌজা নয়ন, ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপের প্রিন্সিপাল কোঅর্ডিনেটর, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও এনজিও প্লাটফর্ম প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে ঢাকায় ফিরে এসে তিনি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বাংলাদেশে ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রাণ্ডাল, ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক মো: সাইদুর রহমান'র সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৬ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, কারিতাস বাংলাদেশ, কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ এর সেক্রেটারি জেনারেলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এতে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিওর সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ঢাকার আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, খুলনার বিশপ ও কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, কাথলিক রিলিফ সার্ভিস বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ব্রনওয়েন মুর, কারিতাস লুক্সেমবার্গের বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুভাস চন্দ্র সাহা, কারিতাস বাংলাদেশের কর্মসূচি পরিচালক দাউদ জীবন দাশ, পরিচালক অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ, সকল ট্রান্সিট ও আঞ্চলিক পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।

মি. ডাটন তাকে আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করার জন্য তিনি কারিতাস বাংলাদেশকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'বিশ্বে অন্যান্য কারিতাসগুলোর মধ্যে কারিতাস বাংলাদেশ খুবই শক্তিশালী একটি সংস্থা। এটির কাজের মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে। এই সংস্থা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ হ্রাসে অবদান রাখছে।' এছাড়া তিনি কারিতাসের অন্যান্য কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন মি. ডাটনের বাংলাদেশ সফর কারিতাস পরিবারকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। মিস্টার ডাটনের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনার ব্যস্ত সময়সূচি সত্ত্বেও এখানে আপনার উপস্থিতি শুধু কারিতাস বাংলাদেশের জন্য সম্মানের নয়; এটি আমাদের বৈশ্বিক কারিতাস পরিবারের সাথে সংহতি ও ঐক্যের একটি সাক্ষ্য।' কারিতাস বাংলাদেশের পক্ষে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান করা হয়। ৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ থেকে ফিরে যান।

শুলপুর সাধু যোসেফ ধর্মপল্লীতে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এর পালকীয় সফর

ভিনসেন্ট প্রদীপ রোজারিও: বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ বিগত ৩১ মে, শুক্রবার প্রথমবারের মত "সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী, শুলপুর" একদিনের পালকীয় সফর করেন। দিনটি জপমালা রাণী মা মারীয়া মাসের শেষদিন থাকায় বিকালে তিনি জপমালা প্রার্থনার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর উপস্থিত খ্রিস্টভক্তগণ এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশপ মহোদয়কে মাল্যদান এবং মানপত্র পাঠের মাধ্যমে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্বাগত বক্তব্যে শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা, বিশপ মহোদয়ের সদয় উপস্থিতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মপল্লীর আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি মি: ভিনসেন্ট প্রদীপ রোজারিও তার বক্তব্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শুলপুর ধর্মপল্লীতে একটি মিশনারী স্কুলে না থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেন এবং ধর্মপল্লীবাসীর প্রাণের দাবী একটি মিশনারী স্কুল নির্মাণের আবেদন জানান। খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মি: উল্লাস গমেজ, মি: সজল জন পিরীজ। সকলেই তাদের বক্তব্যে শুলপুর ধর্মপল্লীতে একটি মিশনারী স্কুল নির্মাণের আকুল আবেদন জানান। বিশপ মহোদয় বলেন, শুলপুর ধর্মপল্লীতে "সেন্ট যোসেফ স্কুল" নির্মাণকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও সিস্টারদের কার্যক্রম, প্যারিশ কাউন্সিল, উপাসনা কমিটি এবং মিশন ভিত্তিক বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সবশেষে স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার মি: নয়ন রোজারিও এর ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি সভা

শিল্পী রায় : ঢাকার লক্ষ্মীবাজার চার্চহলে গত ৮ জুন শনিবার আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত হয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি সভা। সভার মূলসর "শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে বিভিন্ন ধর্মের ভূমিকা" সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন চার ধর্মের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। উক্ত সভায় আরও অংশগ্রহন করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাদার ব্যক্তি- শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, সরকারী পরিচালক জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়, ও শিক্ষার্থীরা। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এর কো-অর্ডিনেটর ফাদার লুক কাকন কোড়াইয়া এবং সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি কস্তা আরএনডিএম, এর সঞ্চালনা করেন। মূলসুরের উপর প্রথমেই বক্তব্য রাখেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। তিনি খ্রিস্টধর্মের আলোকে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে যিশু খ্রিস্টের মহামূল্যবান বাণী এবং ইহুদীদের প্রতি যিশুর সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের উদাহরণ উপস্থাপন করেন। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তার দিকনির্দেশনা দেন। তারপর বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীবাজার শাহী মসজিদের ইমাম ও খতিব, জনাব হাফেজ মুফতি মোঃ সিদ্দিক আহমেদ। তিনি ইসলাম ধর্মের আলোকে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর ভক্তদের যেই নির্দেশনা দেন তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কণ্ঠে উপস্থাপন করেন। তারপর সনাতন ধর্মের আলোকে বক্তব্য রাখেন মাননীয় রুপানগ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, সাধারণ সম্পাদক, ইসকন ফুড ফর লাইফ। তিনি সনাতন ধর্মের দর্শন ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। সবশেষে বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ সত্যপ্রিয় থের, বাংলাবাজার বৌদ্ধ মন্দির, ঢাকা। তিনি তার সুঠাম কণ্ঠে unity, peace and friendship এর উপর গুরুত্বের কথা আলোচনা করেন।

টিফিন গ্রহনের পর প্রায় এক ঘন্টা মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সহভাগিতা পর্বের মধ্যে আলোচনা সভায় প্রত্যেক পেশাজীবীর মানুষ সমাজে শান্তি ও ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং আমন্ত্রিত বক্তাগন যথাযথ উত্তর দেন। সবশেষে, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ এর সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর মাধ্যমে সভার সমাপন ঘোষনা করা হয়।

কারিতাসে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: ২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নব অভিষিক্ত বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এর জন্য এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিস, সিএইচ-এনএফপি ও সিডিআই-এর পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ।

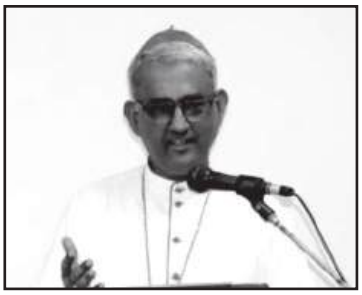

এ আয়োজনের জন্য কারিতাস বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ কারিতাস বাংলাদেশের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমরা যা কিছুই প্রত্যাশা করি না কেন সেটার জন্য আমাদের সাধনা করতে হবে। আমরা যে কাজই করি না কেন সেটা আমাদের আনন্দ নিয়ে করা উচিত।' তিনি কারিতাস কর্মীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন যেন তারা আরও ভালোভাবে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য সেবা কাজ করে যেতে পারেন।

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক বিশপ সুব্রতকে তার নতুন দায়িত্ব লাভের জন্য তাকে কারিতাসের পক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন ও তার জন্য প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশে ছিল সর্বজনীন প্রার্থনা, বিশপ মহোদয়কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উপহার প্রদান। অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন কারিতাস বাংলাদেশের কর্মসূচি পরিচালক দাউদ জীবন দাশ, সিডিআই পরিচালক থিওফিল নকরেক, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার-ইআরপি সুকুমার কোড়াইয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার-(MEAL) কৃষ্ণা দ্রং।

ত্রিপুরা ভাষায় প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ

ফ্রান্সিস সাধুমনি ত্রিপুরা: গত ৪ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, বিকেল ৫:৩০ মিনিটে বান্দরবান ফাতিমা রাণী গীর্জায় প্রথমবারের মত ত্রিপুরা ভাষায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বান্দরবান ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার বিনয় সেবাষ্টিয়ান গমেজ সিএসসি ও ফাদার সুমন পিটার কস্তা সিএসসি। ত্রিপুরাদের বহু বছরের স্বপ্ন ছিল ত্রিপুরা ভাষায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হোক। তাই সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরন হওয়ায় গোটা ত্রিপুরা সমাজের জন্য ছিল একটি ঐতিহাসিক ও গৌরবের দিন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ অনেকেই তাদের আনন্দ অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এই মহান দিনটির জন্য আমরা বহু বছর প্রতীক্ষিত ছিলাম। তাই বান্দরবান ত্রিপুরা সমাজের জন্য আজ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরিশেষে, ফাদার বিনয় সেবাষ্টিয়ান গমেজ সিএসসি খ্রিস্টযাগের বইটি অনুবাদের চিন্তা ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসিকে এবং সম্পাদক সেমিনারীয়ান ফ্রান্সিস ত্রিপুরাসহ কমিটির সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত করেন। খ্রিস্টযাগে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ানসহ মোট ৪০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শুলপুরে বিশপ যোয়াকিম রোজারিও'র ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ভিনসেন্ট প্রদীপ রোজারিও: গিত ৮ই জুন, শনিবার সকাল ১১:৩০ মিনিটে সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী, শুলপুর এর কৃতি সন্তান এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ১ম বাঙ্গালী বিশপ, বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি এর আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে তাঁর ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা এবং ফাদার শিপন পিটার রিবেরু। আর্চবিশপ মহোদয় প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এর ধর্মীয় এবং মানব সেবাময় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন এবং তাঁকে তার গুরু ও আদর্শ হিসাবে স্বীকার করেন। তিনি উল্লেখ করেন বিশপ যোয়াকিম রোজারিও ছিলেন একজন সহজ সরল মানুষ। তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। জাগতিক ভোগ বিলাসিতায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি স্থানীয় মণ্ডলীকে করে গেছেন সুদৃঢ় এবং সমৃদ্ধ। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তার নির্দেশনায় এবং মি: সুবির কোড়াইয়া সম্পাদিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্মরণ অনুষ্ঠানে তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপন, আধ্যাত্মিক ও পালকীয় জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের পর বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এর ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার, ফাদারদ্বয়, সিস্টারগণ ও ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ। দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সাধ্বী খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ০৭ জুন শুক্রবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে "বর্তমান যুগে খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদান" এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সাধ্বী খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীতে বসবাসরত প্রায় ৭০ জন কিশোর-কিশোর ও যুবাদের নিয়ে একটি অর্ধদিবসব্যাপী সেমিনার করা হয়। সেমিনার শুরু হয় সকাল ৮টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এতে প্রধান পৌরহিত্যকারী যাজক ছিলেন ফাদার সুজন কিস্কু ওএমআই। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, যুবারা হল মণ্ডলীর প্রাণ, পড়াশোনার পাশাপাশি প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও সুন্দর জীবন দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে সকলের কাছে আমরা খ্রিস্টের সাক্ষ্য প্রচার করতে পারি। মূল বিষয়ের উপর সেশন পরিচালনা করেন ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি। তিনি বলেন, বিশ্বাস হল ঈশ্বরের একটি দান যা পিতা-মাতা ও বিভিন্ন সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে পেয়েছি। টিফিন বিরতির পর অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে দুইজন ও অভিভাবক প্রতিনিধি থেকে দুইজন সহভাগিতা করেন। তারা ছেলে- মেয়েদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতার আলোকে তাদের জীবন গঠন করতে উৎসাহিত করেন। এরপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে একজন আদর্শ খ্রিস্টীয় যুবা হিসেবে নিজের জন্য, সমাজের জন্য ও মণ্ডলীর জন্য তাদের করনীয় দিকগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। সবশেষে যুবাদের মতামতের ভিত্তিতে ধর্মপল্লীর জন্য কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অতপর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

কলকাতায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

মিল্টন রোজারিও : গত ২৫ মে, শনিবার পালন করা হয় দুই বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী। কলকাতার "অগ্নিবীণা" সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫ মে সকাল ৮ টায় নজরুল পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের বাড়ী পাইকপাড়া থেকে একটি শোভাযাত্রা খ্রিষ্টোফার রোডে কাজী সব্যসাচীর বাড়ীতে এসে শেষ করা হয়। বাড়ীটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি নাম ফলক স্থাপন করা হয়। নাম ফলকটি উন্মোচন করেন বাংলাদেশের কবি ও শিক্ষাবিদ ড. আগষ্টিন ক্রুজ।

বিকেল ৫ টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশন হলে নজরুল সংগীতের মাধ্যমে শুরু করা হয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, তার লেখা গল্প কবিতা সংগীত নিয়ে গণজাগরণ এবং চেতনার উপর আলোকপাত করেন বক্তারা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রী শ্যামল কুমার সেন (প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি) চেয়ারম্যান, ১২৫তম নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি অগ্নিবীণা, স্বামী সুপর্ণানন্দ জীমহারাজ (সচিব শ্রীরামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক)। জনাব আন্দালিবই লিয়াস (উপ-হাইকমিশনর, বাংলাদেশ মিশন, কলকাতা,

- ড: পবিত্র সরকার (শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

- ড: আগষ্টিন ক্রুজ (কবি ও শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ)

- শ্রী কৌশি কমিত্র (মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, পূর্বরেল ও মেট্রোরেল)।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথিদের নজরুলের ছবি, ক্রেস্ট এবং উত্তরীয় দিয়ে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। এরপর শুরু হয় নজরুলের কবিতা আবৃত্তি, গানের উপর নৃত্য এবং একক সংগীত অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করেন "অগ্নিবীণা"র শিল্পীবৃন্দ।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়।** আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। **এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের।** এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, **বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা।** তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।** আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 22
Regd. No. DA-33
❖ 16 - 22 June, 2024, ২ - ৮ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে
আমাদের হৃদয় মাঝে
তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে তুমি নাই তুমি আছো
মন বলে তাই।

বাবা,

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল, বাবা তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার শূন্যতা কোনদিনও পূরণ হবার নয়। তোমার সাজানো বাগানের সবকিছুই আগের মত আছে শুধু তুমি নেই। তুমি ছিলে যেন শক্তিশালি এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমার স্নেহপূর্ন শাসন, ভালোবাসাপূর্ণ যত্ন আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই তোমাকে শত কোটি প্রণাম। তুমি স্বর্গে থেকে আমাদের আশীবাদ করো।

প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

স্বর্গীয় জন গমেজ
জন্ম: ২৬ জুলাই, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: পাগার (মধ্যপাড়া)

স্ত্রী: জয়ন্তী গমেজ
ছেলে- ছেলে বৌ: জ্যাকি গমেজ ও তন্নী গমেজ
মেয়ে- মেয়ে জামাই: দানিয়া গমেজ ও পুলক রিবেরু
নাতি- নাতিন: জিউস, জার্ভিস, কেরোলিন।

বিজ্ঞ/১৩৪/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org